ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

বি. আইশা লেমু
ফাতিমা হীরেন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

মূল
বি. আইশা লেমু
ফাতিমা হীরেন

অনুবাদ
ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

মূল : বি. আইশা লেমু

ফাতিমা হীরেন

অনুবাদ : ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ৪, রোড # ২, সেক্টর # ৯, উত্তরা মডেল টাউন
ঢাকা-১২৩০, ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
E-mail : biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ISBN : 984-8203-02-8

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০
পৌষ ১৪১৭
মহররম ১৪৩২

মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র US $: 3

ISLAMER DRISTITE NARI is a Bengoli translation of "Woman in Islam" by B. Aisha Lemu and Fatima Heeren, translated by Dr. M. Anisuzzaman and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought. House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara Model Town, Dhaka. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 8950227, E-mail: biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org
Price : 50.00 Taka only US $: 3

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

"Woman in Islam" গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী দু'জন বিদগ্ধ ইউরোপীয় মহিলা ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। বইটি মূলতঃ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণের সংকলন। বক্তব্যের মূল যুক্তি ইসলামের মূল উৎস কোরআন ও হাদিস থেকে উৎসারিত। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ক্ষুদ্র বইটির আরবি ও ইন্দোনেশীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে নানা ধরনের ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে, তা যথাযথভাবে তুলে ধরা হলে এ ভুল বুঝাবুঝি অনেকখানি দূর হবে। বইটিতে লেখিকাদ্বয় এ প্রচেষ্টাই করেছেন।

'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট' বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনায় ইসলামের বিভিন্ন দিক বাংলায় তুলে ধরতে সচেষ্ট। বাংলাদেশের শিক্ষিত নারী সমাজ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন- এ বিশ্বাসেই বইটির অনুবাদে আমরা ব্রতী হয়েছি। বইটি মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। অনুবাদটি আগাগোড়া পাঠ করে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এম রায়হান শরীফ। তাঁদের উভয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। লণ্ডনস্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইংরেজি সংস্করণের বাংলা অনুবাদের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে বইটির দ্বিতীয় সংরক্ষণ প্রকাশ করা হলো। আমরা চেষ্টা করেছি পূর্বের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে। এরপরও কিছু বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের অব্যাহত সহযোগিতা ও পরামর্শ আমাদের আরো সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

যাঁদের জন্য এ উদ্যোগ তাঁরা উপকৃত হলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

এম আবদুল আজিজ
নির্বাহী পরিচালক
বিআইআইটি, ঢাকা

নভেম্বর, ২০১০

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

১৯৭৬ সনের ৩-১২ এপ্রিল লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামে নারী সম্পর্কিত অধিবেশনে দু'জন মুসলিম মহিলা (যাঁরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন), একজন ইংরেজ এবং অপরজন জার্মান, যে ভাষণ দান করেন, তার উপর ভিত্তি করেই "Woman in Islam" গ্রন্থটি সংকলিত।

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদার সাথে তাঁরা পাশ্চাত্যের নারীর সামাজিক মর্যাদার এক তুলনামূলক আলোচনা করেছে। ভাবাবেগ পরিত্যাগ করে শুধু কোরআন ও হাদিসকে সূত্র হিসাবে উদ্ধৃত করে তাঁরা তাঁদের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। বিদগ্ধ শ্রোতামণ্ডলীর সমালোচনায় তাদের যুক্তি আরো ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এ সব মিলিয়েই এ সংকলনের বক্তব্য সমুপস্থিত।

আল কোরআন থেকে উদ্ধৃত অংশসমূহের সূরা ও আয়াতের সংখ্যা উল্লেখ করলেও, কোন্ ইংরেজি অনুবাদ তাঁরা অনুসরণ করেছেন তার কোন সূত্র নেই। তাই বঙ্গানুবাদের সময় আমি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কৃত 'আল কুরআনুল করীম' এর অনুবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে প্রচলিত উদাহরণই গ্রহণ করা হয়েছে। লেখিকা যেখানে 'সাহুর' শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে আমি বাংলা 'সেহরি' করেছি। কারণ রমজানের কারণে 'সেহরি' ও 'ইফতার' সুপরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত শব্দ। একই কারণে ইসলামের পাঁচটি রোকনের নাম: ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

জুন, ১৯৯৫ মোহাম্মাদ আনিসুজ্জামান

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

তের শতাব্দীরও বেশি হবে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামকে জেনে এসেছে। কিন্তু জেনেছে তাকে সাধারণতঃ বিরুদ্ধবাদী শত্রুরূপে, হুমকি হিসেবে। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তাদের হাতে আমাদের ধর্মকে শত্রুর, অত্যাচারীর, হিংস্রের, এমনকি মূর্তিপূজারীর ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। আর আমাদের সংস্কৃতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নিরানন্দরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না এবং ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ককে বিকৃত করতে দেয়া যায় না। জ্ঞানের বিকাশের কারণে ইউরোপ ও মুসলিম জগতের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাই আমরা আশা করব, পুরাতন ধারণার পরিবর্তন হবে। তথ্যের ভিত্তিতে ও আমাদের মধ্যে ঐকমত্য ও ভিন্নমতের (সেখানে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে) ক্ষেত্রসমূহের সততার উপলব্ধির মাধ্যমে অধিকতর ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

১৯৭৬ সনের ৩-১২ এপ্রিলে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামি কনফারেন্সের তুলনা ইউরোপের ইতিহাসে নেই। মুসলিমগণ যেভাবে অনুধাবন করেন, সেভাবে ইসলামের শিক্ষাকে বিশ্বের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য এত সম্মানিত মুসলিম মনীষী ও রাষ্ট্রনেতার একস্থানে উপস্থিতি এর আগে ঘটেনি। কনফারেন্সের একটাই প্রধান লক্ষ্য ছিলঃ অন্যান্য ধর্ম ও আদর্শের অনুসারীদের এবং মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্যে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে অধিকতর উপলব্ধির ও সহযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

ইসলামে নারী সম্পর্কিত বিষয়টি ছিল অন্যতম স্মরণীয় অধিবেশন। দু'জন মুসলিম মহিলা– দু'জনেই পাশ্চাত্য পটভূমির, একজন ইংরেজ ও অপরজন জার্মান– এ অধিবেশনে ভাষণ দান করেন। এর ফলে পাশ্চাত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সুযোগ হয়েছিল ভিন্ন পটভূমি থেকে আগত অথচ ইসলামি নীতি আদর্শে বিশ্বাসী এবং ইসলামি সামাজিক ব্যবস্থায় দৃঢ় প্রত্যয়ীদের কাছ থেকে শুনবার। এঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়নে শ্রোতৃমণ্ডলীকে অংশীদার করতে রাজি ছিলেন। কনফারেন্সের সার্বিক আলোচনা প্রকাশের পূর্বেই এ বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বইটি এত দ্রুত ও দক্ষভাবে প্রকাশ করায় আমি ইসলামি ফাউণ্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই।

সালেম আজ্জাম
মহাসচিব
ইউরোপীয় ইসলামিক কাউন্সিল, লণ্ডন

২৩ জুন, ১৯৭৬

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

আমাদের যুগ কোলাহল আর পরিবর্তনের যুগ। সন্দেহ, বিরাজমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ, আর বিপ্লবের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে এ যুগের চেতনার প্রতীক। পুরনো প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন। বিগত দিনে যেসব মূল্যবোধ মানুষকে অনুপ্রাণিত ও পথনির্দেশ করত, অবহেলিত না হলেও সেগুলো এখন প্রশ্নের মুখোমুখি। সব কিছুতেই অস্থিরতা।

পুন:পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করার মধ্যে কোন মৌলিক ত্রুটি নেই। অতীতে এগুলো অগ্রযাত্রার প্রধান উৎস ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু মানুষ যখন ভারসাম্য ও ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, তখনই অবস্থার অবনতি ঘটে। এসব পরিস্থিতি যদি কোন মহত্তর মানদণ্ডে মূল্যায়ন ও পুন:মূল্যায়নে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে তারা নতুন দিগন্তের সূচনা করতে ভবিষ্যত উন্নতির অগ্রদূত হতে পারবে। কিন্তু তারা যদি স্পষ্টত:ই একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেন, তা হলে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বর্বরতা শুরু হবে। পরিবর্তনের সুযোগ ও তার পিছনে দৌড়ানো এভাবেই আরম্ভ হয়। আমরা ভুলে যাই, পরিবর্তন ভাল অথবা খারাপ দুই-ই হতে পারে। পরিবর্তনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গতিপথ এবং ভাল-মন্দ, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার– তাদের বিকল্পসমূহ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। আমরা যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্যে চলছি তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। অথচ পরিবর্তন আমাদের সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এমন প্রমাণ কমই আছে।

এ সময়ে এটা খুবই জরুরি যে, শুধুমাত্র পরিবর্তনের জন্য নয়, কেন পরিবর্তন?- একথা ভেবে দেখা দরকার। আগামী দিনের মানুষের দৃষ্টিশক্তি রচনায় আদর্শ মূল্যবোধ ও নীতির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্র অতি ক্ষুদ্র প্রশ্ন থেকে মৌলিক বিষয়ে, পদ্ধতি থেকে লক্ষ্যে, প্রযুক্তি থেকে আদর্শে প্রসারিত হওয়া উচিত। আধুনিক মানুষের এ হলো বড় চ্যালেঞ্জ। একজন মুসলমানের দৃষ্টি দিয়ে যিনি আধুনিক সমাজের দুর্দশাকে অনুধাবন করতে চান; তাঁর জন্য এটি একটি বড় ধরনের মোকাবেলা। মানব জীবনের বস্তুগত দিকসমূহ সম্বন্ধে ইসলাম সচেতন। এ শুধু আধ্যাত্মিকতার ধর্মই নয়। জীবনের সামগ্রিক বিষয় নিয়েই ধর্মের সত্যিকারের এলাকা– এ বিবেচনাই এর বৈশিষ্ট্য। আত্মার শুদ্ধি এবং স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের একাত্মতা যেমন, তেমনি জীবনের বস্তুগত ও কৃৎকৌশলগত সমস্যাগুলোও এর উপজীব্য। জাগতিক অথবা আত্মিক উন্নতির চেতনাকে বিষয় থেকে আলাদা করে বিচার করা ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম একটি একাঙ্গীভূত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। মানুষের কাজে নিয়োজিত সকল সম্পদকে

www.pathagar.com

ব্যবহার করে– এ এমন একটি নতুন জগত সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে তার স্রষ্টার ও সকল সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে, এক কথায় নিজের সঙ্গে, শান্তিতে থাকতে পারে। আধুনিক সমাজে এ দৃষ্টিভঙ্গিটিরই অভাব।

পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। মানুষ যখন তার নিজের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারে না, তখন সে অবস্থা তার অন্যান্য মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে, বিশেষ করে পরিবার ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপরে। আমাদের সময়ের ও আগামী দিনের মানবতার মৌলিক সমস্যা সংক্রান্ত যে কোন আলোচনা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই হতে হবে।

ইউরোপীয় ইসলামি কেন্দ্র ও বাদশা আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামি কনফারেন্সে 'ইসলাম ও এ যুগের চ্যালেঞ্জ' বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। একটি বিশেষ অধিবেশনে (৫, এপ্রিল ১৯৭৬) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করা হয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলী দাঁড়িয়ে তাঁদের বক্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। আন্তর্জাতিক ইসলামি কনফারেন্সে সব আলোচনাকেই সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন আশু দাবির প্রেক্ষিতে এ দু'টি প্রবন্ধ ও তাদের আলোচনার অংশ বিশেষ 'ইসলামের দৃষ্টিতে নারী' শিরোনামে পৃথকভাবে প্রকাশ করা হলো।

পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার দায়িত্ব আমার। ইসলামি ফাউণ্ডেশনকৃত গ্রন্থের সাহায্যে কোরআনের আয়াতসমূহের অনুবাদ সংশোধিত করা হয়েছে। এ খুদে বইটি ইন্দোনেশিয় ও আরবি-উভয় ভাষায়ও প্রকাশ করা হচ্ছে। ড. এম. নাসির ও ড. মোহাম্মদ সাকর যথাক্রমে ইন্দোনেশিয় ও আরবি সংস্করণের দায়িত্বে রয়েছেন।

ইউরোপীয় ইসলামি কাউন্সিলের মহাপরিচালক ভাই সালেম আজ্জামের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্ব তিনিই আমার উপর ন্যস্ত করেন। ইউরোপীয় ইসলামি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ইসলামি ফাউণ্ডেশন, লণ্ডন এ পুস্তিকাটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাঁদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখার জন্য জনাব ই. ফক্সকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। ড. এম. এম. আহসান ও জনাব আশরাফ আবু তোরাব প্রথম পাণ্ডুলিপিটি পড়েন। তাঁদের মন্তব্য দিয়ে তাঁরা আমাকে উপকৃত করেছেন। মিসেস কে হলিংওয়ার্থের উদার সহায়তার জন্য তাঁকেও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

খুরশীদ আহমাদ
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, লণ্ডন

১৭ জমাদি-আস-সানি, ১৩৯৬
১৫ জুন, ১৯৭৬

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ৯
- ◆ অলীক কল্পনা ও পলায়নী প্রবৃত্তি ৯
- ◆ নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ১০
- ◆ নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা ১১
- ◆ নারী পুরুষ সম্পর্ক ১২
- ◆ অধিকার ও দায়িত্ব মর্যাদা ১৩
- ◆ ইসলামে বিবাহ ১৫
- ◆ তালাক ১৬
- ◆ সম্পদের উত্তরাধিকার ১৮
- ◆ মা রূপে নারী ১৮
- ◆ যৌন সম্পর্ক ও সমাজ ১৯
- ◆ পোশাক ২০
- ◆ নারী-পুরুষের ভূমিকা বিশেষীকরণ ২২
- ◆ বহুবিবাহ ২৩
- ◆ সারাংশ ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামে পারিবারিক জীবন ২৭
- ◆ ইসলামি পন্থা ২৭
- ◆ মুসলিম পরিবার কাঠামো ২৯

১. মানব সমাজের শিশু-দোলনা হিসেবে পরিবার ৩১
- ◆ বুনিয়াদ ৩১
- ◆ শিক্ষাপদ্ধতি ৩২
- ◆ ইসলামি কর্তব্য ৩২
- ◆ জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ ৩৪

২. স্বাভাবিক কামনাবাসনার অভিভাবক হিসেবে পরিবার ৩৪
- ◆ আয়োজিত বিবাহ ৩৫
- ◆ বহুবিবাহ ৩৫
- ◆ তালাক ৩৬
- ◆ নারীর মর্যাদা ৩৭

৩. পরিবার ও চরিত্র গঠন ৩৮

৪. আশ্রয় হিসেবে পরিবার ৩৯

তৃতীয় অধ্যায় : আলোচনা ৪০
- ◆ বহুবিবাহ ৪০
- ◆ উত্তরাধিকার ৪২
- ◆ মুখমণ্ডল আবৃতকরণ ৪৪
- ◆ পোশাক ৪৬

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

বি. আইশা লেমু

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর গত পনের বছরে মুসলিম জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে অমুসলিম বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজন আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। ইসলাম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির তেমন কোন ধারণাই নেই। তবে যে ক্ষেত্রে এ অজ্ঞতা ভুল তথ্যের দ্বারা কার্যকরভাবে পরিপূর্ণ, সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে : ইসলামে নারীর ভূমিকা সংক্রান্ত। কিছু অমুসলিম এমন প্রশ্নও করেছেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কোন আত্মা আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন? মুসলিম নারী ইবাদত করতে পারেন অথবা মক্কাশরীফ যেতে পারেন? এবং বেহেশত শুধু পুরুষের জন্য, তাই নয় কী?"

অলীক কল্পনা ও পলায়নী প্রবৃত্তি

এ ধরনের পূর্ব ধারণায়, মুসলিম নারী আধ্যাত্মিকভাবে এক অন্য ব্যক্তি; ছায়ার জগতেই তাঁর বাস– তিনি অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। এ অবস্থা থেকে মৃত্যুতে তিনি এক আত্মাহীন অবস্তুতে রূপান্তরিত হন। অতীতে খ্রীস্টান মিশনারিগণই এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের অনেকে এগুলো সত্য বলে বিশ্বাসও করতেন। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্যের মনমানসে বিনোদন মাধ্যম আর এক ধরনের চিত্র পরিবেশন করে থাকে। তা হলো মুসলিম নারীকে আরব্য রজনীর হারেমের একজন হিসাবে চিত্রিত করার হলিউডি সংস্করণ। এখানে নারী প্রভু– সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণকারিণী, স্বল্পবস্ত্র পরিহিতা, বিহঙ্গবুদ্ধি, যুবতী রমণীকুলের একজন। পাশ্চাত্যের কল্পনাবৃত্তিতে এহেন চিত্রকল্পগুলো খুবই আবেদনময়। প্রথমত: হিংস্র ও ঈর্ষান্বিত স্বামীর ভয়ে এ নারী বিপন্না, সাধু জর্জের জন্য অপেক্ষমানা- যে সাধু ড্রাগনকে হত্যা করে তাদেরকে উদ্ধার করবেন। দ্বিতীয়ত: চোখ ধাঁধানো রেশমিবস্ত্র ও অলংকার পরে এ কৃতদাসকন্যা তার প্রভুর ভোগসুখের জন্য প্রতীক্ষায় রত। পাশ্চাত্যে এমন কোন পুরুষ বা রমণী আছে কি– যিনি এ দু'টির যে কোন একটি ভূমিকায় কোন না কোন সময়ে নিজকে কল্পনা করেন নি? এভাবেই সন্দেহাতীতভাবে এ অলীক কল্পনা এতদিন চলে এসেছে। আমরা বিশ্বাস

www.pathagar.com

করতে চাই, এ ধরনের রমণী আছেন- যাতে আমরা তাঁদের নিয়ে আকাশকুসুম রচনা করতে পারি। অথচ, প্রকাশ্যে আমরা নারীমুক্তি নীতির পরিপন্থী এ পরিস্থিতির নিন্দা করি।

এ হলো অলীক কল্পনা। এমন ধারণা পোষণ হলো: একটি সহজ পলায়ন প্রবৃত্তি। আজ আমরা এখানে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা জানতে চাইব: একজন মুসলিম নারীর ভূমিকা কী ধরনের হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কল্পনার রূপকথা আর হলিউডের বাছাই করা শ্রেষ্ঠতম নিবেদন কোন সরবরাহ সূত্র হতে পারে না। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল সূত্র হচ্ছে: ইসলামের মূল নথিপত্র- কোরআন এবং হাদিস অর্থাৎ নবীজী মোহাম্মদ (সা.)-এর লিপিবদ্ধ বাণী ও কর্ম।

আমার উদ্দেশ্য, আপনাদের কাছে নারী সম্বন্ধীয় কোরআনের সূরা ও নবীজীর (সা.) বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং একজন নারীর জীবনে এগুলোর বাস্তব অর্থ সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। বর্তমান বা অতীত কোন দেশের মুসলিম নারীর অবস্থা আমি বর্ণনা করতে চাই না। কারণ: আঞ্চলিক প্রথাসমূহের প্রভাবে প্রাক-ইসলামি অথবা আধুনিক সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর এক কাল থেকে অন্য কালে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে অনেক হেরফের হয়।

নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা

নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদাসহ ও বেহেশত অর্জনের জন্য আত্মা তাদের আছে কিনা– সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাসমূহের নিরসনের জন্য আমি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে চাই। কোরআন বিশদভাবে বলছে, যে সব পুরুষ ও নারী ইসলামের নীতি মেনে চলবেন; তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য সমান পুরস্কার লাভ করবেন:

"আল্লাহতায়ালার প্রতি আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আল্লাহতায়ালার প্রতি আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, দৃঢ় চিত্ত পুরুষ ও দৃঢ় চিত্তা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, সৎ পুরুষ ও সৎ নারী ও আল্লাহতায়ালাকে স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহতায়ালাকে স্মরণকারী নারী– আল্লাহ তায়ালা এঁদের অবশ্যই ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রদান করবেন। (৩৩:৩৫)

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন, পুরুষ কিংবা নারী, যে ব্যক্তি সৎ কর্ম করেন এবং বিশ্বাসী– তাঁর জন্য আমরা দান করি সৎ জীবন এবং তাঁর জন্য রয়েছে তাঁর কর্মের উত্তম পুরস্কার। (কোরআন, ১৬:৯৭)

www.pathagar.com

ইসলামের পাঁচটি রোকন: ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ পালন নারীর জন্য যেমন; পুরুষের জন্যও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁদের পুরস্কারে কোন তারতম্য করা হবে না।

কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন: "তোমাদের মধ্যে মহত্তম সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোযোগী।" (৪৯:১৩)

এখানে উল্লেখ করা যায়, ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন একজন নারী- রাবিয়া আল আদাবিয়া।

নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা

প্রশ্নাতীতভাবে ধর্মীয় মর্যাদায় নারী-পুরুষের সমতা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন দেখা যাক: বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি কেমন। নবীজী (সা.) বলেন: "জ্ঞান অন্বেষণ করা পুরুষ ও নারী প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য এবং দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।"

মুসলমানের জন্য জ্ঞানকে ধর্মীয় ও জাগতিক– এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়নি। নবীজীর (সা.) বাণীর আধুনিক মর্মার্থ হলো: নারী হোন, পুরুষ হোন, তাঁকে সাধ্যানুসারে জ্ঞানার্জন করতে হবে, তবে তাঁকে কোরআনে বর্ণিত আল্লাহতায়ালার বাণী স্মরণ রাখতে হবে যে, "জ্ঞানীরাই সত্যিকারভাবে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করেন।" (৩৫:২৮)

অতএব ইসলামে পুরুষ ও নারীর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা উপলব্ধি ও শিক্ষাদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান আহরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ বা নারী, যিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে যত বেশী চিন্তাভাবনা করেন, মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকারী আল্লাহতায়ালা সম্বন্ধে তিনি তত বেশি সচেতন।

ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সুবিখ্যাত নারী হচ্ছেন নবীজীপত্নী আইশা (রা.)। তিনি প্রধানত যে কারণে স্মরণীয় তা হচ্ছে : তাঁর মেধা ও বিশিষ্ট স্মৃতিশক্তি। এসব গুণের জন্য তিনি হাদিসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসাবে সমাদৃত। এক হাজারের বেশি হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদিসের অন্যতম প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে সমাদৃত।

সাধারণভাবে প্রারম্ভিক মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে নারীর শিক্ষালাভের উপর বাধা-নিষেধ ছিল না। বরং তাঁর ধর্ম তাঁকে উৎসাহ দিত। এর ফলে, ধর্মীয় মনীষী, লেখক, কবি, চিকিৎসক, শিক্ষক হিসাবে অনেক নারী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এরূপ

*আহমাদ শালাবী : হিস্টরি অফ মুসলিম এডুকেশন, পৃ: ১৯৩

www.pathagar.com

একজন নারী হলেন আলীর (রা.) বংশের নাফিসা। তিনি হাদিসের এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে, আল ফসতাত শিক্ষা কেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন সে সময়ের যশশীর্ষের ইমাম আল শাফি। আর একজন নারী হলেন শেইখা শুদা– যিনি বাগদাদের প্রধান মসজিদে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র ও কবিতা সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ভাষণ দান করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম সারির একজন মনীষী।*

মুসলিম সমাজে শিক্ষক, লেখক ও কবি হিসাবে শ্রদ্ধাভাজন সুশিক্ষিতা নারীর আরোও অনেক উদাহরণ রয়েছে। যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য এবং সমাজকল্যাণে নারীর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও পেশাগত প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে সবাইকে উৎসাহ দিতেন। অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু কিছু নৈতিক অনুশাসন ছিল, যা এ গ্রন্থে পরবর্তীকালে আলোচনা করা হবে।

নারী পুরুষ সম্পর্ক

ইসলামে নারীর স্বাধীন আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদাকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করার পর আমি পরবর্তী সময়ে পুরুষ প্রসঙ্গে নারীর মর্যাদা ও পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক আলোচনা করব। এখানে আমি বিবেচনা করব নারী পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। কোরআন বলছে :

"আল্লাহ তায়ালার অনেক নিদর্শনের মধ্যে একটি হচ্ছে যে: তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নারীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা সহানুভূতি লাভ করতে পার। তোমাদের মধ্যে তিনি দান করেছেন পরস্পরের প্রতি প্রেম ও দয়া। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এসবে রয়েছে নিদর্শন।" (৩০:২১)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এ হলো এক অতি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা। তারা একে অন্যের সান্নিধ্যে শান্তি কামনা করে। তারা শুধু দৈহিক সম্পর্ক দ্বারাই নয়, তারা প্রেম ও দয়ার দ্বারাও পরস্পরের প্রতি সংযুক্ত। একে অন্যের প্রতি যত্ন, বিবেচনা, সম্মান ও স্নেহ– এসব দিয়েই এ ধরনের বর্ণনা এসেছে।

নবীজী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন ও তাঁর স্ত্রীগণও তাঁর সাথে কেমন ব্যবহার করতেন– আইশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অনেক হাদিসে আমরা তার প্রমাণ পাই। তাঁদের বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক যত্ন ও সম্মানের পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হই। নবী পত্নীগণ দাসীবাঁদী ছিলেন না। নবীজী (সা.) যেমন তাঁর পত্নীদের খুশি করতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁর পত্নীগণও তাঁকে খুশি করতে চাইতেন। এ ধরনের বর্ণনার সংখ্যা প্রায় সমান।

www.pathagar.com

কোরআনে অন্যত্র স্ত্রীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"তোমরা তাদের পরিচ্ছদ; তারা তোমাদের পরিচ্ছদ।" (২:১৮৭)

অন্য কথায়, পরিচ্ছদ যেমন উষ্ণতা, নিরাপত্তা ও শালীনতা দেয়, ঠিক সেইরূপ স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে দেয় সান্নিধ্য, তৃপ্তি ও সংরক্ষণ– যা তাদেরকে ব্যভিচার ও অন্যান্য অপরাধ থেকে রক্ষা করে। কোরআনের উদ্ধৃত আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আচরণ ও নরনারীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ইসলামি বিধানসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবার সংরক্ষণ। এটি এমনভাবে করতে হবে, যাতে শান্তি, প্রেম ও করুণা আর আল্লাহর প্রতি চেতনাবোধ দিয়ে সংগঠিত একটি পরিবেশ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তা সক্রিয় হয় ও বিকাশ লাভ করে– স্বামী ও স্ত্রীর কল্যাণ সৃষ্টির দিকে আর বিবাহজনিত সন্তানদেরও কল্যাণ সৃষ্টির দিকে।

সুতরাং নর-নারীর সম্পর্ক নিয়েও একে অন্যের প্রতি প্রকাশিত ব্যবহার (বিবাহের অন্তর্গত ও বিবাহের বহির্ভূত) বিশ্লেষণের কাজে এ সকল উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে এবং ব্যক্তি আর সমাজের উপরে এ সবের ব্যাপারে যে কল্যাণ সৃষ্টি হয়ে থাকে; তাও মনে রাখতে হবে। আবার অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম ধারণ করে জীবন সম্পর্কে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ। আর সে জন্যেই, তার ভিন্ন ভিন্ন একটি অংশকে সামগ্রিক জীবন থেকে আলাদা বিবেচনা করলে চলবে না। এ হচ্ছে একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা এবং একে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বিবেচনা করতে হবে।

মুসলিম সমাজে নারীর ভূমিকা অনুধাবন করতে হলে, নারীর দায়িত্ব ও অধিকার, পুরুষের প্রতি নারীর আচরণ এবং নারীর প্রতি পুরুষের আচরণ– আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে।

অধিকার ও দায়িত্ব

প্রথমেই দেখা যাক স্বামীর পক্ষ থকে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য কি?

কোরআন বলছে, "আল্লাহতায়ালা পুরুষকে যে প্রাচুর্য অন্যদের তুলনায় অধিক মাত্রায় দান করেছেন, তা হতে তারা নারীদের ভরণপোষণ করেন এবং তারা তাদের সম্পদ থেকেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্য ব্যয় করতে পারে।" (৪:৩৪)

মুসলিম সমাজে সেজন্যেই পুরুষ, তার পরিবারের সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব বহন করে। এটি শুধু নৈতিক নয়, আইনত দায়িত্বও বটে। স্ত্রী যা উপার্জন করবে, তা তার নিজের। তিনি তা নিজের জন্য ব্যয় করতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে পরিবারের বাজেটে তা দান করতে পারেন।

www.pathagar.com

পরিবারের দেখাশুনা ও কল্যাণের দায়িত্ব স্ত্রীর। সকল বিষয়ে তিনি তাঁর প্রস্তাব রাখতে পারেন এবং তাঁর মত ব্যক্ত করতে পারেন। তবে তাঁর জন্য উত্তম কাজ হচ্ছে : স্বামীকে পরিবার পরিচালক হিসাবে দেখা এবং কেবল বিশেষ ব্যাপারে তাঁর কথা অগ্রাহ্য হলেও স্বামীকে মান্য করা। অবশ্য এক্ষেত্রে স্বামী যেন ইসলামের সীমারেখা অতিক্রম না করেন। এটাই ইসলাম মতে বিবাহিত জীবনে আনুগত্যের অর্থ। পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বামীর ভূমিকাকে এখানে স্বীকার করা হয়েছে এবং স্বামী ও স্ত্রী– উভয়কেই শরীয়া অর্থাৎ উর্ধ্বতন আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে।

নবীজী (সা.) বলেছেন, "সেই নারী সর্বোত্তম, যিনি স্বামীকে দেখামাত্র প্রীত হন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন; যিনি স্বামীর অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে বহুচারিতা থেকে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করেন।"

স্বামী তাঁর স্ত্রীর দেখাশুনা করবেন; স্ত্রীর প্রতি ও অন্যান্য নারীর প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন করবেন তাদের দুর্বলতার কারণে। নারীর প্রতি সৌজন্য বা বীরব্রতের ধারণার উৎস, প্রথম যুগের মুসলিম সমাজ থেকেই উদ্ভুত। অনেক মনীষী মনে করেন, মুসলিমদের কাছ থেকে মধ্যযুগের ফ্রান্সের ট্রুবাদুরগণ এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন এবং এভাবে ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়ে।

গত পঞ্চাশ বছরে 'নারীর প্রতি সৌজন্য' ধারণার প্রতি অনেক আঘাত এসেছে। কারণ বর্তমানে পুরুষের মতই জীবিকার জন্য কঠিন পৃথিবীতে নারীকে চেষ্টা ও লড়াই করতে হচ্ছে। ইসলামের মত হচ্ছে, নারীকে এসব লড়াই ও উদ্বেগ থেকে অব্যাহতি দিতে, হবে যাতে তিনি পরিবার গঠনে তাঁর পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন।

পরিবারে মুসলিম নারীর ভূমিকা হলো: একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা হলো : স্বামীর সুখ ও সন্তানদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। নারীর প্রচেষ্টা হবে, তাঁর পরিবারটিকে মধুর, আনন্দময় করে তোলা; যাতে পরিবারটি হয়ে উঠে নিরাপত্তা ও শান্তির স্থান। তাঁর এ অবদান ও ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনে তাঁর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ আগামী প্রজন্মের ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে, যখন তারা যৌবনে পদার্পন করে এবং পূর্ণ বয়সে পৌঁছায়। আরবিতে একটি সুপরিচিত কথা আছে, 'আল উম্মু মাদ্রাসাতুন' অর্থাৎ 'মা হচ্ছেন একটি বিদ্যালয়'। মায়ের ভূমিকার গুরুত্ব এতেই অনুধাবন করা যায়।

www.pathagar.com

ইসলামে বিবাহ

এখন আমরা ইসলামের বিবাহ পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দেবো। মেয়ের বিয়ের বয়স হলে, মুসলিম পিতামাতা প্রথামতই তার জন্য বর নির্বাচন করবেন; তবে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। কথিত আছে, নবীজীর (স:) কাছে একটি মেয়ে এসে অভিযোগ করল যে, তার মতামত না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। নবীজী (স:) নির্দেশ দিলেন যে, মেয়েটি ইচ্ছে করলে এ বিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

অধুনা, শিক্ষিতা মুসলিম মেয়েরা তাদের স্বামী নির্বাচনে অধিকতর বেশি সুযোগ পাচ্ছে। তবুও এখন ছেলেদের সম্বন্ধে পিতা-মাতার মতামতের যথেষ্টই গুরুত্ব আছে। কদাচিৎ একটি ছেলে বা মেয়ে পিতা-মাতার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করে। মুসলিম সংস্কৃতিতে পিতা-মাতার অথবা অভিভাবকদের মত নিয়েই বিয়ে হয়।

একজন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, যাকে খুশি বিয়ে করতে পারেন। কারণ বলে ধরা হয়, নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার যথেষ্ট বয়:পূর্ণতা ও অভিজ্ঞতা আছে।

যখন কোন মেয়ের/ মহিলার বিয়ে হয়, বিয়ের এক প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে বর তাকে যৌতুক মাহর দিয়ে থাকে। এর পরিমাণ উভয় পক্ষের সম্মতিতেই হয়। এই মাহর পুরাতন ইউরোপের যৌতুকের মত নয়- যেখানে পিতা মেয়ের বিয়েতে যে যৌতুক দিতেন, তা তার স্বামীর সম্পত্তি হয়ে যেত। মুসলিম মোহরানা আফ্রিকার 'কনে মূল্য' এর মতও নয়, যা বর কনের পিতাকে অর্থপ্রদান বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়। মুসলিম মাহর হচ্ছে বরের পক্ষ থেকে কনের জন্য একটি উপহার এবং এ হলো কনের নিজস্ব সম্পত্তি। (পরবর্তীকালে তালাকপ্রাপ্তা হলেও এ সম্পত্তি তারই থাকে। 'খুল' এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্ত্রীর অনুরোধে তালাক পেলে এ সম্পত্তির অংশবিশেষ অথবা পূর্ণমূল্য তাকে ফেরত দিতে হয়।)

স্বামীর ব্যবহার স্ত্রীর প্রতি কেমন হবে (তা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ভাল মন্দ যা-ই হোক) সে সম্বন্ধে কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে, "তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে দয়ার সাথে বসবাস কর, এমনকি তোমরা যদি তাদের অপছন্দও কর। এমন হতে পারে, তুমি এমন কিছু অপছন্দ করছ, যার ভিতর আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" ৪:১৯)

ইসলামের মতে স্ত্রীদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ হচ্ছে : যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন দ্বৈত মানদণ্ড নেই। যে কাজের জন্য স্বামীরা নিজেদের মার্জনীয় মনে করে, ঠিক সেই কাজের জন্য তারা স্ত্রীদের দোষী সাব্যস্ত করে। এটা পৃথিবীতে সর্বত্রই দেখা যায়। কোরআনের ও নবীজীর (স:) শিক্ষায় পুরুষ ও নারী– উভয়ের ক্ষেত্রেই সমাজে নৈতিক আচরণ দাবি করা হয়। নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য শাস্তি

www.pathagar.com

পুরুষের জন্য যেমন, নারীর জন্যও তেমন। এ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

যদি তালাকই সাব্যস্ত হয়, কোরআনে বলা হয়েছে, "তাদের (স্ত্রীদের) হয় সম্মানের সঙ্গে রাখ, না হয় সম্মানের সঙ্গে তাদের বিদায় দাও। তাদের যা দিয়েছ, তা ফেরৎ নেওয়া তোমার জন্য আইনসিদ্ধ নয়।" (২:২২৯)

অতএব স্বামী স্ত্রীকে যে মাহর ও অন্যান্য উপহার দিয়েছে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

কোরআনে আরো বলা হয়েছে,

"তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাদের অপেক্ষা করার সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে সম্মানের সঙ্গে তাদের রেখে দিতে পার অথবা সম্মানের সঙ্গে তাদের বিদায় দিও। অবিচারের মধ্যে তাদের আটকিয়ে রাখবে না, যারা তা করবে তারা নিজের জন্যই ক্ষতি করবে। (২:২৩১)

নারী ও পরিবারের প্রতি সদয় ব্যবহার করা ইসলামে ধর্মীয় কাজের অংশ। নবীজী (সা.) বলেছেন, "বিশ্বাসীদের মধ্যে এমনসব ব্যক্তি আছেন, যাঁরা খুব দয়ালু স্বভাবের। তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের প্রতি দয়ালু। তাঁরাই সত্যিকারের ঈমানদার।"

অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে তাঁরাই উত্তম, যাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু।"

ইসলামে তালাক হচ্ছে সর্বশেষ ব্যবস্থা। নবীজী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহতায়ালা যে সব বিষয় অনুমোদন করেছেন, তার মধ্যে তিনি নিজে তালাককে সবচেয়ে অপছন্দ করেন।"

তালাক

তদুপরি, ইসলামের তালাক পদ্ধতি এমনি যে, সেখানে সম্ভাব্য বিরোধের মিটমাটকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তালাকের পর নারীকে তিন মাসকাল বৃত্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ সময়ে তার দেখাশুনা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব তার (ভূতপূর্ব) স্বামীর। স্বামী ইচ্ছা করলেই তার (ভূতপূর্ব) স্ত্রীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। তবে স্ত্রী নিজ ইচ্ছায় চলে যেতে পারে। তিন মাস অপেক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সন্তানসম্ভবা কি-না তা জানা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, এ সময়ে বন্ধনের অংশীদার দু'জনকে আত্মীয়স্বজন বা সমাজ (স্বামী-স্ত্রীর) পুনর্মিলনের পথে তাদের অধিকতর সহমর্মিতার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন। কোরআন বলছে, "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি ভাঙ্গন আশংকা কর, তা হলে তাদের

www.pathagar.com

পরিবার থেকে স্বামীর পক্ষে একজন ও স্ত্রীর পক্ষে একজন সালিস নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ কর। যদি তারা উভয়েই পুনর্মিলন চায়, তা হলে আল্লাহ তাদেরকে সমঝোতায় পৌছাবেন।" (৪:৩৫) যদি তারা মিটমাট করে নেয়। তা হলে অপেক্ষাকালের মধ্যে যে কোন সময়ে, তারা তাদের বিবাহিত সম্পর্ক পুনরায় শুরু করতে পারে। তার ফলে তালাকটি আপনা আপনি রদ হয়ে যাবে। যদি তাদের মধ্যে আবার সমস্যা দেখা দেয় এবং তালাক দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হয়, তা হলে (পূর্বোক্ত) একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে। তবে বিষয়টি তৃতীয়বার তালাক দেওয়া অবস্থায় পৌছুলে, তা হবে চূড়ান্ত। সেক্ষেত্রে: তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন মাস অপেক্ষার পর ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। এমনি অবস্থায় তার প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না। এর মধ্যে যদি তার অন্য কারো সাথে বিয়ে হয়ে থাকে এবং পরে তাকে তালাক দেওয়া হয়, সে অবস্থায় প্রথম স্বামী তাকে আবার বিবাহ করতে পারে।

যদি স্বামী তালাক দিতে চায় অথবা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তালাকের ব্যাপারে একমত হয়, তা হলে এ নিয়মমাফিকই চলবে। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তালাক চায়, তবে সে আদালতে তার বিষয়টি নিতে পারে ও তালাকপ্রাপ্তা হতে পারে।

এ ধরনের একটি ঘটনা নবীজীর (স:) সময়ে ঘটেছিল। এক মহিলা তাঁর কাছে বললেন যে, তাঁর স্বামী ভাল লোক এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তথাপি মহিলা তাঁর স্বামীকে পছন্দ করেন না ও তার সঙ্গে বসবাস করতে চান না। তখন নবীজী (সা.) মহিলাটিকে নির্দেশ দিলেন যে, মহিলা যেন তাঁর স্বামীপ্রদত্ত বাগানটি- যা তাঁর স্বামী তাঁকে মাহর হিসাবে দান করেছিলেন- তালাকের শর্ত হিসাবে স্বামীকে ফেরত দেন।

আল্লাহতায়ালা কোরআনে এ বিধান দিয়েছেন, "যদি আশঙ্কা হয় যে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) আল্লাহর সীমা মান্য করতে পারবে না, স্ত্রী মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত হতে চায়, তাতে স্বামী-স্ত্রীর কারো অপরাধ নেই।" (২:২২৯)

লক্ষ্যণীয় হলো, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে আধুনিক ধারা এসেছে। তারা এখন ইসলামের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করছে: অজান্তেই অনেক ক্ষেত্রে যেমন তালাকের পূর্বে উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ, তালাক পদ্ধতিতে গোপনীয়তা অবলম্বন এবং বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভেঙ্গে গেলে তালাকের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি রীতিনীতি।

অতএব, ইসলামি আইন অসুখী দম্পতিকে জোর করে একসাথে থাকার জন্য বাধ্য করে না। তবে এ পদ্ধতিসমূহ তাদের সহায়তা দান করে, যাতে তারা পরস্পরের

www.pathagar.com

সহমর্মী হতে পারে। যদি কোনমতেই তাদের পুনর্মিলন সম্ভব না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে এ আইন তাদের প্রত্যেকের পুনর্বিবাহের পথে কোন অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব বা বাধার সৃষ্টি করে না।

সম্পদের উত্তরাধিকার

মুসলিম নারীর সম্পদ-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ইসলামি আইনের আর একটি দিক। কোরআনে সম্পত্তি কিভাবে বণ্টিত হবে তা স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, নারী পুরুষের অর্ধেক পায়। অন্যান্য আইন বাদ দিয়ে শুধু এটুকু দেখলে মনে হবে, এ আইনটি পক্ষপাতদুষ্ট। মনে রাখতে হবে যে, পূর্বে উল্লিখিত কোরআনের সূত্র অনুযায়ী পরিবার অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর বর্তায়। সুতরাং: নারীদের তুলনায় পুরুষদের খরচের প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতা অনেক বেশি।

সম্পত্তিতে অর্ধভাগ লাভ নারীর জন্য পর্যাপ্ত বিবেচিত হতে পারে- যেহেতু এটি শুধু তার নিজের জন্য। নারী যদি নিজে কোন অর্থ বা সম্পত্তি অর্জন করে বা ব্যবসা পরিচালনা করে, সেটুকু তার একান্ত নিজস্ব। এতে তার স্বামীর কোন অধিকার নেই।

মা রূপে নারী

স্ত্রীরূপ ছাড়াও নারীর মা হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম বিশ্বে মাতাপিতার মর্যাদা ও মূল্য খুব বড় করে দেখা হয়। কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। তোমার মাতাপিতার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিও। তাঁদের একজন অথবা উভয়েই যদি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন এবং তোমার সঙ্গে থাকেন, তা হলে কখনও তাঁদের বলবে না, 'কী লজ্জা!' অথবা তাঁদের গাল দিবে না। তাঁদের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। যত্নসহকারে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং প্রার্থনা করবে, "হে আমার প্রভু! তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেমন তাঁরা ছোটবেলায় আমাকে যত্ন করেছেন।" (১৭:২৩-২৪)

আল্লাহ পুনরায় বলেন, "মানুষকে তার মাতাপিতার শ্রদ্ধা করতে আমরা নির্দেশ দিয়েছি। বারবার মুর্ছা যাওয়া সত্ত্বেও, তাঁর মা তাকে উদরে ধারণ করেছেন। দু'বৎসর তাকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। তোমার মাতাপিতাকে ধন্যবাদ দাও আর আমাকে ধন্যবাদ দাও। আমার দিকেই তোমার গন্তব্যস্থল।" (৩১:১৪)

www.pathagar.com

একটি হাদিসে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি নবীজীর (স:) কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর নবী (স:), আমার কাছে উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বড় দাবিদার কে? নবীজী (স:) উত্তর দিলেন: তোমার মা (কথাটি তিনবার বললেন), তারপর তোমার পিতা, তারপর: এভাবে তোমার নিকটতম আত্মীয়গণ।"

অন্য এক হাদিসে নবীজী (সা.) বলেছেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'। অন্যকথায়, মাকে যারা সযত্নে লালন ও শ্রদ্ধা করে, বেহেশত তাদের জন্য।

ফলে বৃদ্ধবয়সে মুসলিম মা'র এক বড় নিরাপত্তাবোধ থাকে যে, তিনি সন্তানের কাছ থেকে যত্ন ও বিবেচনা লাভ করবেন। ইতোপূর্বে উদ্ধৃত কোরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত। এর যে কোনটির ব্যাপারে অসমর্থ হওয়ার অর্থ: নিজের ধর্মীয় কর্তব্য পালনে প্রধান ব্যর্থতা।

কোরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে যে নীতিমালা পাওয়া যায় তা হলো: ঈমান ও ভাল ব্যবহার। ভাল ব্যবহার শুরু হয়, পরিবারের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে। পাশ্চাত্যের যে ব্যক্তি মুসলিম সমাজের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখেন, তিনি বৃদ্ধ নারী পুরুষ– উভয়েরই প্রতি প্রদর্শিত প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ লক্ষ্য না করে পারেন না। এ হচ্ছে ইসলামি নীতিমালার সরাসরি বাস্তবায়ন।

যৌন সম্পর্ক ও সমাজ

স্বামী ও সন্তানদের সাথে নারীর সম্পর্ক আমরা আলোচনা করেছি। স্বামী ও নিকট আত্মীয়বর্গ ছাড়া অন্য পুরুষদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন হবে? পাশ্চাত্যের প্রচলিত আচরণবিধি ও ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যে এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে পাশ্চাত্যে সাধারণ মতবাদে একটি পাপ অথবা অন্ততপক্ষে অস্পষ্টভাবে অবাঞ্ছিত বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে প্রাক-বিবাহ বহির্ভূত বর্ধনশীল যৌনসম্পর্ক রোধে কোন পদক্ষেপই সেখানে; গ্রহণ করা হয় না; এমনকি জারজত্ব ও যৌনব্যাধি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও। পক্ষান্তরে ছায়াছবিতে, টিভিতে ও খবরের কাগজের কোন কোন অংশে প্রাক-বিবাহ অভিজ্ঞতাকে বাঞ্ছনীয় ও বিবাহ বহির্ভূত ব্যাপারগুলোকে খুবই স্বাভাবিক মনে করা হয়। জন্মনিরোধ অথবা গর্ভপাত– এ ধরনের জীবনধারার অবাঞ্ছিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবেই গণ্য হয়।

এ ধরনের বাধাবন্ধনহীন পরিস্থিতির তুলনায়, বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্কের লোভ

www.pathagar.com

সম্বরণের জন্য ইসলাম কতকগুলি বিশেষ বিধান সুপারিশ করে :

প্রথমত: যারা বিয়ে করতে সক্ষম, নবীজী (সা:) তাদের বিয়ের পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির একটি ন্যায্য ও আইনসম্মত বাসনা পূরণ সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত: বহুবিবাহের সীমিত অনুমতি থাকায়, সমাজে অসংযুক্ত নারীদের রাখার কোন প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয়ত: কোরআন নির্দেশ দিচ্ছে যে, নারী প্রকাশ্যে এমন শালীন পোশাকে আবৃত থাকবেন, যেন তাঁরা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করেন।

চতুর্থত: ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় পুরুষ বন্ধু বা নারী বান্ধবী, মিশ্র সমাবেশ, নারী-পুরুষের নাচ, মদ্যপান অথবা মাদক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্য জীবনধারাই এমন যাতে প্রাক-বিবাহ ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কই গড়ে উঠতে সহায়তা করে। ইসলামে সামাজিক আমোদ প্রমোদ হয়: পরিবার ও ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধুদের মধ্যে, না হয় নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক সমাবেশ সীমাবদ্ধতা থাকে।

পঞ্চমত: ইসলামি আইনে, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক শুধুমাত্র পাপ কার্যই নয়, এটি একটি অপরাধ; যা চুরি অথবা খুনের মত শাস্তিযোগ্য, এর জন্য নির্ধারিত শাস্তি; পুরুষের ও নারীর প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য এবং কার্যত কঠোর ও নিরোধক।

এ সব বিষয়ে আরোও বিস্তারিতভাবে এখন আমি আলোচনা করব। কারণ ইসলামি জীবনধারায় এগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

পোশাক

প্রথমে পোশাকের কথাই ধরুন। নিজের স্বামী পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য মহিলা বন্ধুদের সামনে একজন মুসলিম নারী তাঁর পছন্দমত পোশাক পরিধান করতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন বাইরে যান অথবা স্বামী ছাড়া অন্যান্য পুরুষ অথবা পারিবারিক বন্ধুদের উপস্থিতিতে তিনি এমন পোশাক পরবেন যাতে তাঁর শরীরের সকল অংশ ঢাকা থাকে এবং তাঁর দেহ দেখা না যায়। পাশ্চাত্যে প্রতি বছর ইচ্ছাকৃতভাবে জনসমক্ষে একের পর একটি কামোত্তেজক অঙ্গপ্রদর্শনীর ফ্যাশনের ব্যবস্থা করা হয়– ইসলামের শালীনতাবোধের সঙ্গে এর কত প্রভেদ। বিগত কয়েক বৎসর আমরা দেখে আসছি ক্ষুদে পোশাক, ছোট ঘাগরা, সিক্ত পোশাক, আঁটসাঁট অন্তর্বাস, স্বচ্ছবাস, বুক খোলা ও অন্যান্য পোশাকের উত্থান-পতন। এ

---

* মূলগ্রন্থে এ উদ্ধৃতি অসম্পূর্ণভাবে এসেছে। তাই আয়াত দু'টির সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃতি করা হোল- অনুবাদক

www.pathagar.com

পোশাকগুলি এমনভাবে তৈরি, যাতে নারীর গোপন অঙ্গ বা দেহকে প্রদর্শন করা যায় অথবা এগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আজকাল পুরুষদের পোশাকেও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষণীয়, যেমন গায়ের চামড়ার সাথে প্রায় লেগে থাকা পোশাক, যদিও পুরুষ পোশাকের নকশাবিদরা মনে হচ্ছে আপাতত: থেমে আছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরুষের উন্মুক্ত বক্ষ বা স্বচ্ছ পাতলুন পরার মত মুক্ত মানসিকতা না হয়। সৌভাগ্যক্রমে সে পরিস্থিতি এখনও আসেনি।

পাশ্চাত্যে পোশাকের উদ্দেশ্য দেহকে প্রকাশ করা, পক্ষান্তরে মুসলিম পোশাকের উদ্দেশ্য দেহকে ঢেকে রাখা, অন্তত: প্রকাশ্যে জনসমক্ষে।

এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত বলছে,"হে নবী (স:), আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও বিশ্বাসী মুসলিম নারীদের বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দেহকে আবৃত করার পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখেন। এটি তাঁদের জন্য অধিকতর সমীচীন; এতে তাঁদের পরিচয় থাকবে ও তাঁদের উত্যক্ত করা হবে না।" (৩৩:৫৯)

মুসলিম নারীর জন্য আবশ্যক যে, তিনি যখন বাইরে যাবেন, তিনি এমনভাবে পোশাক পরবেন, যেন তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা থাকে আর তাঁর শরীর দেখা না যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, শুধু হাত আর মুখ খোলা থাকা উচিত। অন্যদের মতে, মুখও ঢেকে রাখা উচিত। এ ব্যাপারে দু'টি মতই রয়েছে।

শিষ্টাচার শুধু নারীদের উপরই বর্তায় না। কোরআনের নির্দেশ: নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

আল্লাহ বলেন, "মু'মিনদের বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে,আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।"

মু'মিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তারা যেন প্রকাশযোগ্য ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদিগের মধ্যে যৌনকামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত; কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে।

হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।" (২৪:৩০-৩১)

www.pathagar.com

নারী পুরুষের ভূমিকা বিশেষীকরণ

পরিবারকে শক্তিশালী করার ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করার একটি পন্থা হচ্ছে: নারীকে গৃহাঙ্গনে রাখা। যারা এ নিয়ম মেনে চলেন : তাঁদের সম্পর্কে কোরআনের আয়াত এসেছে: "হে নবীর (স:) স্ত্রীগণ! আপনারা অন্যান্য মহিলার মত নন। আপনারা যদি কর্তব্যপরায়ণ হতে চান; তাহলে কোমলভাবে কথা বলবেন না, যাতে যার অন্তরে অশুভ কামনা আছে; সে উৎসাহিত হয়। মানানসইভাবে কথা বলবেন। গৃহে অবস্থান করুন। লোক দেখানোর জন্য পোশাক পরবেন না; যেমন সেকালের অজ্ঞতার যুগে তারা জাঁকালো বেশভূষা পরিধান করত। সালাত কায়েম করুন, যাকাত দিন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স:) কে মান্য করুন। কারণ : আল্লাহ চান, আপনাদেরকে অহমিকার বিভীষিকা থেকে মুক্ত করতে এবং সম্পূর্ণরূপে পরিশোধন করতে। কারণ : আপনারা নবীর পরিবার।" (৩৩:৩২-৩৩)

আক্ষরিক অর্থে, এ আয়াতসমূহ নবীজীর (স:) স্ত্রীদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এগুলি শুধু তাঁদের জন্যই। অন্যান্য ধর্মতত্ত্ব ও আইনবিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি সকল মুসলিম নারীর প্রতি প্রযোজ্য। যে সব মুসলিম দেশে মুসলিম নারী সাধারণত গৃহে অবস্থান করেন এবং জরুরি কারণ ছাড়া বাইরে যান না, তাঁদের ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য বলে অনেকেই মনে করেন।

যাঁরা এ মতে বিশ্বাসী, তাঁরা হয়ত এ কথাও ভাবতে পারেন যে; কোরআনে বাইরে যাওয়ার সময় নারীদেরকে যথাযথভাবে ঢেকে ও নারী পুরুষ– উভয়কেই তাদের দৃষ্টিকে সংযত করতে ও একে অন্যের উপস্থিতিতে শিষ্টাচার করতে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। এতে অনুমান করা যায় যে, নারীরা আইনসঙ্গত কাজে বাইরে যেতে পারেন। তাঁরা আরোও ভাবতে পারেন যে, বিদ্যার্জন ও পেশাগত কাজে: মুসলিম মেয়েদের সর্বস্তরে চিকিৎসা, নার্সিং ও শিক্ষাদান মুসলিম মহিলাদের দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এতে লক্ষ্যণীয় যে, দু'টি মতই চালু আছে। কার্যত মুসলিম বিশ্বের বিভিন্নস্থানে বিভিন্নমাত্রায় নারীদের গৃহাবস্থান বা বাইরে গমন চোখে পড়ে।

বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে মুসলিমদের সামাজিক অনুষ্ঠান পরিবারেই হয়, অথবা নারীপুরুষের পৃথক পৃথক দলে অনুষ্ঠিত হয়। নাচ ও মদ্যপানের মিশ্র অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত পাশ্চাত্যের কোন লোকের কাছে মুসলিম সামাজিক অনুষ্ঠানকে মনে হবে নিষ্প্রভ, প্রাণহীন। মুসলিম পরিবারের পরিধি সাধারণত এতই ব্যাপক ও তাদের

www.pathagar.com

ভ্রাতৃভাব এতই জোরদার এবং মুসলমানদের আতিথেয়তা এতই উষ্ণ ও সাদরে গৃহীত যে, মদ ও নারী পুরুষের সহাবস্থানকে তাঁদের আনন্দের অপ্রয়োজনীয় অংশ মনে করা হয়।

বহু বিবাহ

পাশ্চাত্যের মানসিকতায় নারীর সম্পর্কে ইসলামের যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রকট তা হচ্ছে: বহুবিবাহ। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, বহুবিবাহকে ইসলাম সর্বজনীন আচরণ হিসাবে আরোপ করতে চায় না। নবীজী (সা.) তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়েই এক বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজাকে (রা.) বিবাহ করেন এবং পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ খাদিজার (রা.) মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এক বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। অতএব এক বিবাহকে সাধারণ নিয়ম ও বহুবিবাহকে ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা উচিত।

একথা বলা যায় যে, কোথাও কোথাও একে অপব্যবহার করা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবিবাহ একটি দামী কাজ করে। দু'টি খারাপ কাজের মধ্যে এটি অপেক্ষাকৃত ছোট। অন্যত্র এটি অবশ্যই একটি মঙ্গলজনক ব্যবস্থা।

এ ধরনের অবস্থার উদাহরণ হচ্ছে: যুদ্ধের সময়ের অবস্থা। এ সময়ে যুদ্ধে বহু স্ত্রী বিধবা হয় ও অনেক নারী তাদের বাগদত্ত স্বামী হারায়, স্মরণ করুন: প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃতের সংখ্যা। দশ লক্ষাধিক স্ত্রী ও নারী– এ সময়ে তাদের স্বামী ও বাগদত্ত হারিয়ে উপার্জনহীন ও তাদের ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হয়। তবুও যদি একথাই মানতে হয় যে, একজন পুরুষ কেবল একজন স্ত্রী গ্রহণ করবেন, তা হলে এ লক্ষ লক্ষ নারীর উপায় কি হবে? তাদের তো আর বিয়ে করার পথ খোলা থাকল না। খোলাখুলিভাবে বললে, তাদের উপায় কি এ দাঁড়ায় না যে, হয় তারা সারাজীবন শুদ্ধ থাকবেন অথবা সন্তানহীন কুমারীজীবন যাপন করবেন অথবা কারো রক্ষিতা অর্থাৎ বেআইনী দ্বিতীয়া স্ত্রী হবেন- যার নিজের বা তার সন্তানের উপর কোন আইনগত অধিকার থাকবেনা। অধিকাংশ নারীই এ ধরনের কোনটাই চাইবেন না। কারণ নারী সব সময়েই কামনা করে থাকেন: একজন আইনগত স্বামী ও পরিবার।

এমতাবস্থায় নারীর জন্য আপোষমূলক ব্যবস্থা হচ্ছে, স্বামী না থাকার চেয়ে একজন স্বামী থাকাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। প্রথমা স্ত্রী হিসাবে স্বামীর দ্বারা গোপনে প্রতারিত হওয়ার চেয়ে তার অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে বাস করাই সহজতর। একজন স্বামীর বহুপত্নী সমাজ স্বীকার করে।

www.pathagar.com

আমেরিকায় ও ইউরোপে যে এক ধরনের বহুগামিতা রয়েছে- একথা তো আর গোপন নেই। পার্থক্য শুধু এটুকুই: পাশ্চাত্য যেখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রক্ষিতা/ উপ-পত্নীদের ও তাদের সন্তানদের আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই, সেক্ষেত্রে একজন মুসলিম স্বামীর উপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্ত্রীদের ও তাদের সন্তানদের উপর আইনগত সঠিক দায়দায়িত্ব বর্তায়।

যুদ্ধ সম্পর্কিত নয় এমন অবস্থায়ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, অন্য বিকল্পসমূহের চেয়ে শ্রেয়তর। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমা স্ত্রী যদি চিররুগ্ন অথবা বিকলাঙ্গ হয়। অবশ্যি, এমন স্বামীও থাকতে পারেন, যাঁরা এ অবস্থাকে মেনে নিতে পারেন। কিন্তু এ অবস্থার ঝুঁকি/ বিপদের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। একটি দ্বিতীয় বিবাহ কোন কোন ক্ষেত্রে তিন ব্যক্তির (স্বামী, তার প্রথম স্ত্রী ও দ্বিতীয় স্ত্রী) জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে।

ক্ষেত্র বিশেষে স্ত্রীর সন্তান ধারণ ক্ষমতা থাকে না, অথচ তার স্বামী একান্তভাবে চান তাঁর সন্তান হোক। পাশ্চাত্যে, আইনত: স্বামী হয় তাঁর স্ত্রীর সন্তানহীনতাকে মেনে নেবেন অথবা তা না পারলে তাকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করবেন। এ অবস্থা থেকে বাঁচা যায়, যদি উভয় পক্ষই দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হন।

আবার এমনও হতে পারে যে, বিয়ে স্বামী-স্ত্রী কারো জন্য সার্থক হয় না এবং স্বামীটি অন্য নারীকে ভালবাসেন। এ অবস্থা এতই সুবিদিত যে, একে চিরন্তন ত্রিভুজ প্রেম বলা হয়। পাশ্চাত্য আইনে স্বামী অথবা প্রথমা স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে, পুনরায় বিয়ে করতে পারেন না। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী তালাক নাও চাইতে পারেন। তিনি হয়ত তার স্বামীকে আর ভালবাসেন না, তবুও বিয়ে যে নিরাপত্তা দান করে, তার স্বার্থেই হয়ত তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকতে চাইতে পারেন; তার নিজের ও সন্তানদের জন্য স্বামীর সঙ্গে থাকতে চান। সেরূপ দ্বিতীয়া স্ত্রীও তার স্বামীর প্রথমা স্ত্রী ও সন্তানদের পরিবারটিকে নষ্ট করতে; নাও চাইতে পারেন। উভয় স্ত্রী যদি স্বামীর বহুবিবাহকে মেনে নেন, তাহলে তাঁরা তালাকপ্রাপ্তা হন না, অথবা স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে প্রশ্রয় দেন না।

এ ধরনের কিছু উদাহরণ আমি দিলাম। কারণ: পাশ্চাত্যের বহু লোক বহুবিবাহকে দেখেন 'হারাম' হিসাবে অর্থাৎ যৌন আবেদনময় যুবতী নারীমঞ্চ হিসাবে– পাশ্চাত্য সমাজের অনেক সমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে নয়। বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। এর যথেচ্ছ অপব্যবহারের ওকালতি করতে নয়, বরং আমি দেখাতে চেয়েছি যে চিন্তাভাবনাহীনভাবে বিষয়টিকে নিন্দা না করে সমাজের উপর এর সম্ভাব্য সুফলকেও বিবেচনা করা যায় কিনা– সে দিকটা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সারাংশ

সারসংক্ষেপে আমি বলব, পাশ্চাত্যে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর ভূমিকাকে ভুল বুঝা হয়েছে। ইসলামি ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতা ও গণমাধ্যমের পরিবেশন বিকৃতিই তার কারণ।

মুসলিম নারীকে পুরুষের তুলনায় পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমতা দান করা হয়েছে। সারাজীবন ধর্মীয় আচার পালনে ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনে তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে চালচলনে নম্র আচরণে, পোশাকে ও নৈতিকতায় নারী এমন হবেন; যাতে নারী-পুরুষের অপ্রয়োজনীয় মেলামেশাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে: পারস্পরিক প্রেম ও দয়া নির্ভর। স্বামী স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তিনি নেবেন; আর পরিবারের প্রধান হিসাবে স্বামীকে স্ত্রী দেবেন প্রাপ্য সম্মান। সংসারের দেখাশুনা ও সন্তানদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব স্ত্রীর। স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে পারে; তিনি ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন এবং নিজে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন।

নারীর অমতে তাকে বিয়ে দেওয়া চলবে না। তালাক দেওয়ার ক্ষমতা তারও আছে। সীমিত বহুবিবাহকে স্বামী স্ত্রী উভয়ের কল্যাণকর ব্যবসা হিসাবে দেখা যেতে পারে। পরিণামে স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে একটি সম্মানজনক জীবনের আশা করতে পারেন, যেখানে তাঁর সন্তানাদি ও সমাজ তাঁকে যত্নের সঙ্গে দেখবেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার যে যথার্থ মিশ্রণ, নারীর কাম্য ইসলামি ব্যবস্থায় তা অর্জিত হয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্যই এটা প্রয়োজন। এ প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছি, আমি কোরআন ও হাদিস থেকে সরাসরি ও সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি দেব, কারণ এগুলিই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র। যদি এ নীতিমালা ও আইনগুলির ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃতি করা হয়ে থাকে, তাহলে নীতি ও আইনগুলির কোন দোষ নেই। মানুষ তার স্বার্থপরতার কখনো কখনো এগুলির কারণে বিকৃতি, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করে থাকে এবং সত্য থেকে সরে দাঁড়ায়।

সৌভাগ্যের বিষয়: কোরআনের বাণীকে কেউ পরিবর্তন করেনি বা করতেও পারে না। নারীর নিরাপত্তার জন্য যে সব বিধিবিধান সপ্তম শতাব্দীতে অবতীর্ণ হয়েছে; বিংশ শতাব্দীতেও যেকেউ সেগুলির সত্যতা সহজেই যাচাই করতে পারেন। যেমন, আমি এতক্ষণ করছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে, নারী সম্বন্ধীয় এ আইন

www.pathagar.com

ও সামাজিক বিধান কতকগুলি মৌলিক সত্যকথাই বলে। যাঁরা মেনে চলবেন, এগুলি তাঁদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। নারীর ভূমিকা ও অধিকার সম্বন্ধে বর্তমানে বহু বিস্তারিত পুনর্বিবেচনা চলছে এবং ইসলামি ব্যবস্থাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার এটাই উপযুক্ত সময়। বিগত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত– উভয় সমাজের সংগঠনে ইসলাম অবদান রেখেছে। ইসলামি নীতিমালার অনুবর্তন লক্ষ্য করার বিষয়। পাশ্চাত্য বিশ্ব এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে পারিবারিক জীবন

ফাতিমা হীরেন

সমাজের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিবার ও অন্যান্য লালিত ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ এসেছে এমন সময়ে, যখন মূল্যবোধ অধোমুখ করে বসে আছে। বছর দশেক আগে যখন 'আধুনিকতার' মশালবাহী যুবক-যুবতীরা একসঙ্গে সমাজে বাস করতে যৌন ক্রিয়া, সন্তান ও আয় ভাগ করতে শুরু করল; তখন অনেকেই আশংকা করেছিলেন যে, এভাবে পরিবারের অবসান ঘটবে। সৌভাগ্যের বিষয়: সেটি ঘটেনি। অবশেষে অধিকাংশ যুবতীরা এখনও তাঁদের অঙ্গুলিতে বিয়ের আংটি পরতে, বেগম অমুক হিসাবে ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য একটি আরামপ্রদ ফ্লাটে বাস করার স্বপ্ন দেখে থাকেন। ঠিক তেমনি, যুবকরাও পছন্দ করেন এ ভাবে বলতে: 'ইনি আমার স্ত্রী।' তাঁরা পছন্দ করেন না এভাবে বলতে, "ইনি আমার সঙ্গীনী বা বিশ্বস্ত বন্ধু"। স্মরণাতীতকাল হতে মানুষ স্বভাবগতভাবে যা করে এসেছে, সমাজতন্ত্র বা অন্যকোন মতবাদ বা আচার তাকে উৎপাটন করে ফেলতে পারেনি।

পাশ্চাত্যই যখন সফলভাবে পরিবারও বিবাহিত জীবনকে বিপদমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, তখন মুসলিম বিশ্বে এ বিপদ আসার সম্ভাবনা নেই। মুসলমানদের পারিবারিক জীবন শুধু স্বামী, স্ত্রী, সন্তানাদিই নয়, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের বিষয়গুলি ধর্মীয় আইন ও প্রথাগত বিধান দ্বারা এমন মজবুতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না।

ইসলামি পন্থা

এখন কেউ হয়তো বলতে পারেন, সুখী ও সুস্থ পরিবার শুধু আইনের দ্বারা নিশ্চিত করা যায় না। সংশ্লিষ্ট সকলের শুভেচ্ছার উপর এটি অনেকাংশে নির্ভরশীল- একথা সত্য। শুভেচ্ছা না থাকলে সবচেয়ে ভাল আইনও শুধু লিখিত দলিল হয়ে থাকে, এটাও ঠিক। উল্লেখ্য, ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌল বিষয় হলো এ যে, পাশ্চাত্যের স্বীকৃত অর্থে ইসলাম একটি ধর্মই নয়, যারা একে মেনে চলেন; তাদের জন্য ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। একদিকে ইসলামের অর্থ আল্লাহর

www.pathagar.com

ইচ্ছায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করা। অন্যদিকে, ইসলামের অর্থ হলো আল্লাহতায়ালার নির্দেশ মোতাবেক মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধি– এ কথার সজ্ঞান স্বীকৃতি প্রদান করা।

আল্লাহর ইচ্ছায় নিজকে সমর্পণ করার পারিবারিক অর্থই হলো মানুষের স্বভাবধর্মের কামনা-বাসনাকে স্বীকার করা ও সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করা; একজন সঙ্গীর প্রয়োজনকে স্বীকার করা: যার সাথে প্রীতি, পারস্পরিক বিশ্বাস, দয়া, আত্মত্যাগ ও সহানুভূতির অংশীদার হওয়া যায়; পিতামাতা, ভাইবোন, চাচা, ফুফু ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে থাকা, যাঁদের বিশ্বাস করা যায় ও যাঁরা নিরাপত্তা দান করেন ও নিরাপত্তা লাভ করেন; একটি শান্তিময় লালন-পালনকারী পরিবারের প্রত্যাশা করা; সৎ শিক্ষার আশা করা; বিপদের সময় সাহায্যের আশা করা; এবং প্রয়োজনে কারো উপকার করা ও উপকার লাভ করা।

এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের স্বজ্ঞান স্বীকৃতির অর্থ সার্থক প্রতিনিধিত্বের জন্য সর্বোত্তম পন্থাসমূহের সন্ধান করা এবং এক্ষেত্রেও আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিশ্রুতিশীল ভিত্তি হলো পরিবার। একটি সৎ ও সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থাই জীবনকে অনুধাবন করতে আমাদের শক্তি দান করে; বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টি দেয়, আমাদের যথাযোগ্য শিক্ষাদান করে, যা শুধু আমাদের আগামী কর্মজীবনেই নয়, পূর্ণ জীবনকে নিয়ে বাঁচতে সাহায্য করে। আমরা যখন বেড়ে উঠি, তখন আমরা লাভ করি একটি নিরাপদ গৃহ, যা সমাজের সার্বিক কল্যাণে অংশগ্রহণ করতে আমাদেরকে সক্ষম করে। আমরা যখন বুড়ো বয়সে উপনীত হই, এ পরিবারই তখন আমাদের খেতে পরতে দেয় ঠিক তেমনভাবে, যেমন সক্ষম অবস্থায় আমরা করেছি।

পাশ্চাত্য জীবনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছে এ ধরনের কথা হয়ত অবিশ্বাস্য শোনাবে। তাঁরা বলতে পারেন, "শিশুদের জন্য শিশু বিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে আমরা আমাদের শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব দিতে পারি; আমরা তো এজন্য প্রচুর কর দিচ্ছি।

পরিবারের আত্মীয়-স্বজন ও বৃদ্ধদের জন্যই বা আমরা আমাদের দায়িত্ব নেব কেন? সকল বিপাকের জন্য তাদের বীমা রয়েছে। বৃদ্ধদের জন্য আবাস রয়েছে, যেখানে তাদের কেউ বিরক্ত করে না। পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের দেখাশুনা ও যত্ন নেওয়ার চেয়ে অনেক, অনেক প্রয়োজনীয় ও লাভজনক কাজ করার আছে।"

www.pathagar.com

তবু অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য, মুসলিম বিশ্বে অধিকাংশ পরিবারই এ সব দায়িত্ব এখনও বহন করছে। এগুলি সম্ভব হয়েছে ইসলামের বিধানসমূহের জন্য। আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্পোন্নয়নের ফলেও এগুলি সেকেলে হয়ে যায়নি; বরং মুসলমানগণ আজো এসব দায়িত্বকে গভীরভাবে বহন করে চলেছেন। কিভাবে এটি সম্ভব হলো? আমার মনে হয়, এটি সম্ভব হয়েছে এজন্য যে মুসলমানগণ শেষ বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের কর্মের জবাবদিহিতা সম্পর্কে সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন। তাঁদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে তাঁরা তৃপ্তি পান। তাঁদের জীবনের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষ্যই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

অনেক অমুসলিম হয়ত অবাক হবেন, আধুনিককালেও ইসলাম ধর্ম তার অনুসারীদের উপর এত প্রভাব কি করে কার্যকর করে? অন্যান্য ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাধারণ জীবনধারাকে অনুসরণ করলেও; অন্তত: এ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে) পাশ্চাত্যের উদাহরণ মুসলিমগণ পরিহার করে আসছেন।

মুসলিম পরিবার কাঠামো

নিম্নে বর্ণিত চারটি স্তম্ভের উপর স্থিতিশীল মুসলিম পরিবার কাঠামোই এ মূল্যবোধসমূহকে এত টেকসই করছে ও এগুলি পাশ্চাত্যের পন্থাসমূহ অপেক্ষা বেশি দিন বেঁচে আছে। এগুলি বংশ পরম্পরায় কোরআনের বিধান ও নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি লাভ করেছে এবং যুগ থেকে যুগান্তরে স্থান লাভ করেছে।

১. মানবসমাজে পারিবারিক জীবনের লালনের বিষয়টি, পিতামাতা ও বাড়ন্ত শিশুদের জন্য এক নিরাপদ, সুস্থ ও আশ্বস্তকারী আবাসস্থল;

২. নারী-পুরুষের যৌন কামনার নিয়ন্ত্রক হিসাবে পরিবার এ শক্তিশালী প্রবৃত্তিকে শুভপথে চালনা করে;

৩. প্রীতি, দয়া ও ক্ষমার মত মানবিক গুণাবলীর লালনকারী স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক জীবনের এ আবাসস্থল;

৪. ভিতরের ও বাইরের অসুবিধাসমূহ থেকে সুরক্ষিত নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে রয়েছে এ পারিবারিক জীবন।

www.pathagar.com

ইসলামি পারিবারিক জীবন স্থিতিশীল ও আশ্রয় প্রদানকারী কাঠামো

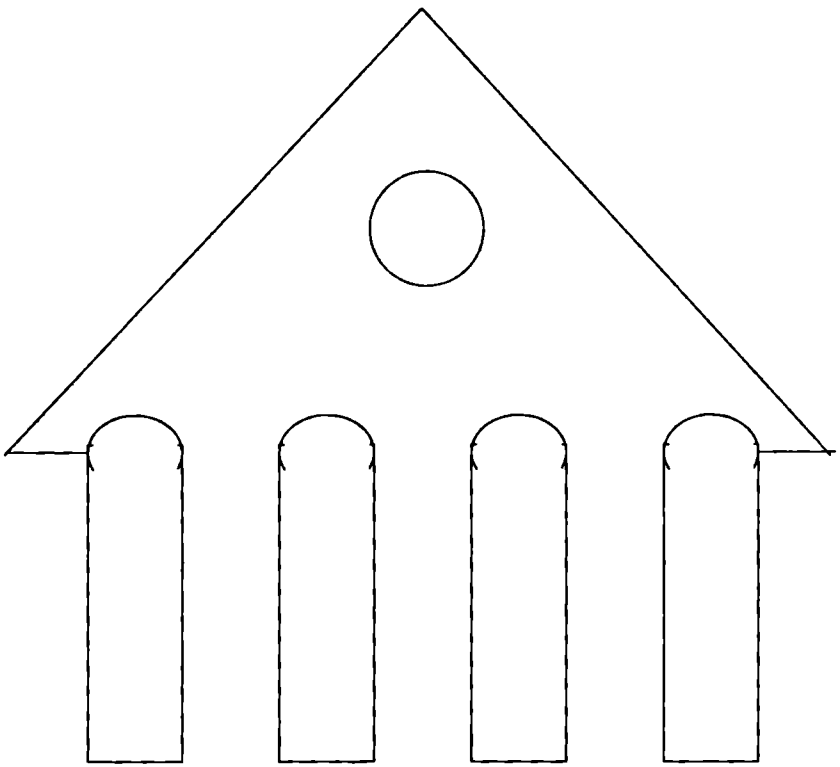

১ম স্তম্ভ : আবাস ও পারিবারিক উৎসাহ
২য় স্তম্ভ : যৌন সম্পর্ক ও সন্তান-সন্ততি
৩য় স্তম্ভ : সহমর্মী মূল্যবোধ
৪র্থ স্তম্ভ : আশ্রয়

একটি বৈধ ও যার প্রয়োজন কখনও ফুরায় না, এমন একটি ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামি পরিবার, যা এ চারটি স্তম্ভের শক্তি যুগিয়েছে এবং একথা ভুললে চলবে না, পারিবারিক জীবন শুধু রক্তের সম্পর্কযুক্তদের মধ্যেই নয়, বিশ্বব্যাপী মুসলিম পারিবারিক জীবন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র অভ্যন্তরেও এর শুভ ফল বিস্তৃতি লাভ করেছে।

এখন এ চারটি স্তম্ভের বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

www.pathagar.com

১. মানব সমাজের শিশু-দোলনা হিসাবে পরিবার

পরিবারকে যদি মানব সমাজের শিশু-দোলনা হতে হয়, তাহলে মানবজাতির অনুবর্তনকারী হিসাবে পরিবারে শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য উষ্ণতা, ধৈর্য ও সকল সম্ভাব্য অগ্রগতি থাকতে হবে। এজন্য, তাঁদের একজন মা থাকতে হবে, যিনি তাঁর শিশুদের যত্ন নেয়াকে খণ্ডকালীন চাকুরি মনে না করে; তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসাবে মনে করেন এবং শিশুদের একজন পিতাও থাকতে হবে যিনি ইসলামি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রধান, যাঁর স্কন্ধে পরিবারের ধর্মীয় দায়িত্ব বর্তায়। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী চমৎকার ভাষায় উপস্থাপন করেন, "যিনি ঈমানের মতবাদগুলিকে সমুন্নত রাখবেন এবং তিনি হবেন পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমের প্রতীক। সামগ্রিক পূণ্যকর্মের পালনকারী হিসাবে পিতাকে পরিবারে সম্মান করা হয়। পুরুষ যখন তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে ক্ষান্ত হন ও তাদের পৌরুষদীপ্ত পিতৃতান্ত্রিক চরিত্র হারান, তখনই ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় কোথাও কোথাও মুসলিম নারী বিদ্রোহ করল।" বিশ্ববিখ্যাত এ ইসলামি মনীষীর মতবাদটি লক্ষ্যণীয়।

পরিবারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে মাতাপিতা সচেতন, তাঁরা অনুভব করেন যে, আগামীদিনের পৃথিবীর উপযোগী করে তাঁদের শিশুদের তৈরি করতে হবে, তা হলে সমাজের বুনিয়াদ অক্ষুণ্ন থাকবে।

আমি মনে করি শিশুদের শিক্ষার নিম্নলিখিত চারটি স্তর থাকা উচিত:

১ (ক) বুনিয়াদ

জন্ম থেকে বার বৎসর পর্যন্ত। এ সময়ের পর শিশু ঘর ছেড়ে যায়, তাই এ সময়ে পরিবারে ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি হতে হবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে, জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসরে শিশুমনের উপর পরিবেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অনেক ছোটবড় জিনিস মিলেই ইসলামি পরিবেশ গঠিত হয়। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এ যে, মাতাপিতার পরস্পরের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। অর্থাৎ ইসলামি পদ্ধতি অনুসারে, তাঁরা ধৈর্যশীল হন ও শিশু সন্তানদের সযত্নে লালন পালন করেন। কিন্তু এটাও প্রয়োজন যে, শিশু সন্তানগণ কোরআনের সুন্দর ক্বিরাত (আবৃত্তি) শুনতে পায়– যার আজকাল চমৎকার রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে। তাদের জানা উচিত কখন রমজান অর্থাৎ সিয়ামের মাস, কখন বড় উৎসব (ঈদ) উদযাপিত হয়, যখন মুসলমান আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। আল্লাহ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম প্রীতিপূর্ণভাবে তাদের সামনে উচ্চারিত হওয়া দরকার। আমরা অনেকে অবশ্য এসব করছি।

www.pathagar.com

ইসলামি পরিবেশের জন্য প্রয়োজন, যে পরিবারে মুসলমানগণ বাস করেন, সেখানে কিছু কিছু ইসলামি বিষয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমি সস্তা ভাববিলাসিতার কথা বলছি না। আমি বলছি খাঁটি অকৃত্রিম সংস্কৃতির কথা। শিশুরা যেন দেয়ালে সুন্দর চারুলিপি দেখতে পায়, সাথে কিছু সুন্দর গালিচা ও আরো কিছু যা পাশ্চাত্যগৃহে পাওয়া যায় না। নিজেদের বাড়িতে মুসলিমগণ যেন তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করেন এবং বসবার ঘরে ঢোকার সাথে সাথে তাঁদের জুতা খুলে রাখেন। এভাবে তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্যের সাথে একটি নিবিড় যোগসূত্র রাখতে পারবেন; তাঁদের শিশুসন্তানগণ স্পষ্টভাবে অনুভব করবে তারা মুসলমান। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস ও সমাজ সম্বন্ধে স্বাভাবিক গর্ব গড়ে উঠে।

১ (খ) শিক্ষা পদ্ধতি

দ্বিতীয় পর্যায়কে আমি গল্প শোনান পর্যায় হিসাবে আখ্যায়িত করব। আমাদের বিজ্ঞানীদের থেকে আমি জানি, কিভাবে শিশুকালে ভয়ের গল্প ও রোমাঞ্চকর উপন্যাস শুনে শিশুর চিন্তাচেতনা গড়ে উঠে এবং কিভাবে, অন্যদিকে মোহিনী গল্পের যাদুতে সে আকাশে ডানা মেলতে চায়। এ ক্ষেত্রে কল্পনা ও প্রচুর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পিতামাতার জন্য রয়েছে বিরাট সুযোগ। কোরআনে বর্ণিত আগেকার নবীদের গল্প তারা শুনতে পারবে, মুহাম্মদ (সা.) এর অনেক অনুপম ঐতিহ্যের কথা ও ইসলামের ইতিহাসের বীরদের কথা তারা পড়বে। এ সবের সঙ্গে তাদের প্রীতি, মেধা ও রসবোধ মিশিয়ে, তারা হৃদয়গ্রাহী ও অনুপ্রেরণাযোগ্য কাহিনী রচনা করতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দু' থেকে পাঁচ বৎসরের সময়টাতেই শিশুরা এ ধরনের গল্পকাহিনী শুনতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হয়। সংসারের নানা কাজের মধ্যে মা শিশুদের এ ধরনের গল্পকাহিনী বলতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব ভাল আলোচনা জমে উঠতে পারে, কারণ শিশুর অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে এবং সে তার নিজের মতও ব্যক্ত করতে পারে। এভাবে শিশুর চরিত্র স্পষ্টভাবে গড়ে উঠবে এবং গুণাগুণের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে, যা তার সারাজীবনে কার্যকর থাকবে।

১ (গ) ইসলামি কর্তব্য

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামি কর্তব্যসমূহের তৃতীয় পর্যায়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, শিশু তার নামাজি পিতামাতার অনুকরণ করবে। তাকে যদি একটি ছোট মুসল্লা (জায়নামাজ) দেওয়া হয়, তাহলে প্রথমদিকে সে

www.pathagar.com

মাত্র কয়েকমুহূর্ত ধৈর্য ধরে থাকবে। কালক্রমে সে নামাজ পড়তে শিখবে এবং প্রতিদিনের বাঁধাধরা ইসলামি ছন্দ ও নিয়মে অভ্যস্ত হবে। রমজানের রোজা রাখার ব্যাপারেও একই রকম ব্যবস্থা। প্রথমদিকে হয়ত সে কয়েকঘণ্টার বেশি রোজা রাখতে পারবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সে অর্ধদিবস, এমনকি পূর্ণদিবসও পারবে। এটা অত্যন্ত জরুরি, রোজা রাখার জন্য সেহরি ও রোজা ভাঙ্গার জন্য ইফতার যেন উদযাপিত হয়। প্রথমবার শিশু ভোররাত্রে বাপ-মায়ের সাথে আহার করতে উঠার অনুমতি পেলে কতই না খুশি হবে! সারাদিন রোজা রাখতে পারলে তার কতই না সন্তোষ লাভ হবে। আমার মনে হয়, অনেক বাপ মা-ই লক্ষ্য করবেন, শিশু নিজেই রোজা রাখতে চাইছে, বড়দের সঙ্গে রোজা রাখার জন্য তাকে উপদেশ দিতে হচ্ছে না।

দান খয়রাতের সুযোগও সব সময় থাকা চাই। শিশুকে সুন্দর উজ্জ্বল মুদ্রা দেওয়া উচিত; যাতে সে নিজে এটি ব্যয় করতে পারে। একথা ভেবে যে অভাবী লোকের এ টাকা দরকার; অথবা খেলনা বা মিষ্টি না কিনে, সে এ টাকা মসজিদের দানবাক্সে দিতে পারে। হজ্ব সম্বন্ধে শিশুকে বলা দরকার কিভাবে সারা পৃথিবী থেকে মুসলিমগণ পবিত্র স্থানসমূহে মিলিত হন; এতে তারা সবাই এক ভ্রাতৃত্ববোধে আল্লাহর ইবাদত করেন; এভাবেই ইব্রাহিমের (আ.) সময় থেকে সর্বশক্তিমানের বান্দাগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রার্থনা করে আসছেন।

শিশু এভাবে একজন সচেতন মুসলিমে রূপান্তরিত হবে। অতএব, চতুর্থ পর্যায়ের অর্থাৎ ইসলামি শিক্ষার একটি বিস্তৃত ভিত্তি স্থাপিত হবে।

বাড়ি ও পরিবারের জন্য চারটি মৌলিক ইসলামি শিক্ষা

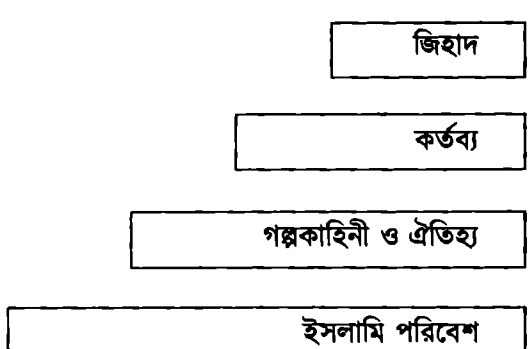

www.pathagar.com

১ (ঘ) জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ

এ হলো জিহাদের পর্যায়। পনের বৎসর বয়সে সন্তান শিখতে শুরু করেছে যে, দুনিয়াবি জিন্দেগীর অর্থ পরীক্ষা। আর এ পরীক্ষায় তাঁরাই কামইয়াব বা সফল হন; যাঁরা গভীর শ্রদ্ধা ও সবিনয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় নিজেদের সমর্পণ করেন। মানুষের এটি সহজাত প্রবৃত্তি– বিশেষ করে ঐসব যুবক ও প্রাণশক্তিসম্পন্নদের জন্য যাদের জীবনের সত্যিকারের লক্ষ্যের প্রতি একটা প্রচেষ্টা থাকে। অবিশ্য, প্রতিদিনের জীবনে অনেক ধরনের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে, যেমন- ধর্মীয় কর্তব্যগুলি অবহেলা না করা; স্কুলের পরীক্ষাসমূহে পাশ করা; রোগ হলে রোগমুক্ত হওয়া; একটি প্রয়োজনীয় কাজ করা; একজন স্নেহময় স্বামী বা স্নেহময়ী স্ত্রী লাভ করা; এবং শিশু সন্তানদের মানুষ করা। এগুলি হলো ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য লাভের সুদৃঢ় ভিত্তি। সুস্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কোন মহত্তর উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। একে সঠিক রাস্তায় পরিচালনা না করলে, এটি সহজেই বাগাড়ম্বরের শিকারে পরিণত হবে এবং জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদের মত প্রচলিত যাবতীয় মতবাদের বিপজ্জনক প্রতীকের পিছনে ছুটতে থাকবে।

জিহাদের অর্থাৎ ইসলামের জন্য সংগ্রামের মধ্যে প্রতিটি মুসলিমের জন্য তার মানসিকতা ও প্রতিভার উপযোগী কর্মক্ষেত্রের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এ সংগ্রাম প্রয়োজনের তাগিদে তরবারি ও কলম, কোদাল ও ছুরি, সেলাই মেশিন অথবা হাতা– সব কিছু দিয়েই করা যায়, ইসলামের ভিতর ও বাইরের সকল আক্রমণের বিরুদ্ধেই এ সংগ্রাম। এ ধরনের আক্রমণ ইসলামকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার জন্যই হোক, অথবা এর ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে দুর্বল করার জন্যই হোক, অথবা এর রাজনৈতিক শক্তিকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাওয়ার জন্যই হোক- এগুলিকে গুরুত্বসহ মোকাবেলা করতে হবে, কারণ এগুলি আমাদের ঐতিহ্যের মূল ধ্বংস করতে আগ্রাসী।

পরিবারে এ মূল্যবোধটি সদা জাগ্রত থাকলে, দৃঢ় ইসলামি সমাজের প্রতিষ্ঠায় তা হবে সবচেয়ে উত্তম প্রতিশ্রুতি। কারণ, এ প্রতিশ্রুতি পরিবারের সকল সদস্যকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে তাদের সচেতন রাখে। পারিবারিক জীবনের এ হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। পারিবারিক জীবনের এ প্রথম ও প্রধানতম স্তম্ভটি অর্থাৎ শিক্ষাকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য, বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। কারণ: মুক্ত মানব সমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে এটি জড়িত।

স্বাভাবিক কামনাবাসনার অভিভাবক হিসাবে পরিবার

এখন আমরা দ্বিতীয় স্তম্ভের আলোচনায় আসছি। এটি হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক কামনাবাসনার অভিভাবক হিসাবে পরিবারের ভূমিকা। কামনাবাসনাকে আমি

www.pathagar.com

যৌনক্রিয়ার উর্ধ্বে স্থান দিচ্ছি কারণ: এ শব্দটি খারাপ অর্থে এত ব্যবহৃত হয়েছে যে, আমি যা বলতে চাচ্ছি; তা বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনাই আছে এ শব্দ ব্যবহারে। মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "বিবাহ আমার সুন্নাতের অংশ। যে ব্যক্তি আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, সে আমাদের কেহ নয়।" ২য় সূরায় ১৮৭ নম্বর আয়াতে কোরআন মানবজাতিকে বলছেন, "তারা (তোমাদের স্ত্রীগণ) তোমাদের ভূষণ; আর তোমরা তাদের ভূষণ... অতএব এখন তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হও।" মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিবেচনা করে জীবনের পূর্ণ পথ হিসেবে ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। সুললিত ভাষায় ইসলাম বলে দিচ্ছে, কিভাবে একে অন্যের ভূষণ হিসাবে স্বামী ও স্ত্রী, একে অন্যের পর্দা ও রক্ষাকারী হবে, কিভাবে তাদের যৌনকামনার পরিতৃপ্তি হিসাবে একে অন্যকে পেতে পারে, সন্তান লাভ করতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি প্রেমময় ও সহানুভূতিশীল হতে পারে। এখানে আমি কিছু ব্যক্তিগত কথাও যোগ করব। কারণ ইসলাম গ্রহণকারী একজন হিসাবে বিবাহ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য সম্বন্ধে আমাকে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

২ (ক) আয়োজিত বিবাহ

মুসলিম পরিবারের আয়োজিত বিবাহ কার্যত: যেভাবে হয়ে থাকে, তা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমি এর যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছি। একটি মুসলিম দেশে আমার অবস্থানকালে এবং আমার অনেক পুরাতন ছাত্রদের ও অন্যান্য মুসলিম বন্ধুবান্ধবদের, যাদের সঙ্গে আমার পনের বছরের বেশি পরিচয়, লক্ষ্য করেছি যে, পাশ্চাত্যের সাধারণ পরিবারের চেয়ে আয়োজিত বিবাহগুলি অনেক বেশি টেকসই ও স্থায়ী হয়। মনে হয়: পিতা-মাতা অথবা আত্মীয়-স্বজন গভীর দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাসহ যখন কোন বিবাহের প্রস্তাব দেন, পরিবারের পটভূমি, শিক্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দ এবং এধরনের অনেক বিবেচনা করেই তারা তা করেন। যদিও অনেক মুসলিম বিবাহ সম্পাদিত হয়, যাকে আমরা জার্মানিতে বলি 'থলির বিড়াল ক্রয়' পন্থা। এর অর্থ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য যৌনভাবে যথাযথ কিনা –তা পূর্বে জানার উপায় নেই, যা পাশ্চাত্যে করা হয়। তথাপি পাশ্চাত্যের তুলনায় মুসলিম বিবাহ অনেক বেশি সাফল্যমণ্ডিত।

২ (খ) বহু বিবাহ

দ্বিতীয়ত: বহুবিবাহের স্পর্শকাতর বিষয়টি আমার ইউরোপীয় মুসলিম স্বামীর সঙ্গে বিয়ের আগে বিবাহ নিবন্ধক আমাকে সতর্ক করলেন যে, যদি আমার স্বামী কোন

www.pathagar.com

মুসলিম দেশে কখনও বাস করেন, তাঁর চারটি স্ত্রী থাকতে পারে। প্রথমে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। শীঘ্রই আমি জানতে পারলাম যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার বিধান থাকলেও; এটি খুব কদাচিৎ প্রচলিত। বহুবিবাহের প্রবৃত্তি নিঃসন্দেহে অনেক পুরুষের কাছে সহজাত হওয়ায় এবং অন্যদিকে প্রথমা স্ত্রীর ক্রমাগত অসুস্থতা অথবা বন্ধাত্বের মত বিশেষ অবস্থায়; বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায়, বহুবিবাহের প্রতি ধর্মীয় সুবিধাকে আমি একটি অত্যন্ত বিজ্ঞবিধান বলে মনে করি। কোন না কোন কারণে যদি কোন মুসলিম পুরুষ একাধিক স্ত্রীকে কামনা না করে পারেন না; তিনি এ আকাঙ্ক্ষার দরুন কোন পাপ কর্মে লিপ্ত হন না। বরং আইনসঙ্গতভাবে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ও সাথে সাথে এর ফলাফলের দায়িত্ব পালনও করতে পারেন। আমার বিবেচনায় এটাই হচ্ছে প্রধান কথা। কদাচ একজন ব্যক্তি শুধু লোভের বশে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং এ সম্পর্কের ফলে সন্তানলাভ করতে এবং স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে তাঁর যত্ন ভাগাভাগি করতে চাইবেন। এ ধরনের কাজ করার আগে তিনি দ্বিতীয়বার চিন্তা করবেন।

পক্ষান্তরে, যে সমাজে এ ধরনের নিয়ম কানুন নেই, সেখানে একজন পুরুষের পক্ষে সরাসরি শয্যায় গমন (অর্থাৎ অপর এক নারীর সঙ্গে শয়ন) এবং পরপরই সরে পড়া– কত ভয়ংকরভাবে সহজ! এমন নারীর জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক সম্ভ্রম দূরে থাকুক, দুঃখ ও অধঃপতন ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু থাকে না। তার সন্তানদের জন্যও থাকে না। এ ধরনের এত বেশি বেদনাদায়ক উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রয়েছে যে, এ বিষয়ে আর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

২ (গ) তালাক

তৃতীয়ত: তালাকের বিষয়ে ইসলামের সমাধান আমাদের জানামতে অন্য ব্যবস্থাসমূহ থেকে অনেক উত্তম। বাস্তবে কদাচ, অথচ যদি কোন কারণে কোন স্বামী-স্ত্রী আর একসঙ্গে থাকা অসম্ভব মনে করেন, তাঁদের জোর করে বেঁধে রাখার ঘৃণিত শিকল নেই। তাঁরা শান্তিতে পৃথক হয়ে যেতে পারেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে অন্য কারো সাথে পূর্ণতা অন্বেষণ করতে পারেন। স্বীয় স্বামীর অন্য স্ত্রী গ্রহণ যদি কোন স্ত্রী সহ্য করতে না পারেন, তিনি যে কোন সময় স্বামীকে তালাক দিতে পারেন এবং যা তাঁর কাছে অসহ্য তা সহ্য করতে তিনি বাধ্য নন। এটাই কি মানবিক সম্মানের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, এসব ব্যাপারে কোন রহস্যাবৃত কাজের প্রয়োজন করে না? তাঁর নারী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে স্বামীকে উদ্ভট মিথ্যা বলতে হবে না? স্ত্রীকেও তার অজ্ঞাতে কি হচ্ছে, তা না জানার ভান করতে হবে না? যদি কোন স্বামী মনে করেন, তাঁর স্ত্রীর কিছু বদ

www.pathagar.com

অভ্যাস বা জীবনের অন্য কিছুর জন্য তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না, তাঁর পক্ষে খারাপ ব্যবহার করে স্ত্রীকে নির্যাতন করার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যাবেন। স্ত্রীর পক্ষেও এ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

এভাবে মানব সমাজ আরো পবিত্র ও সুস্থ হয়ে উঠবে; পরিবার সন্তান-সন্ততির জন্য দুঃখজনক হয়ে উঠবে না; এবং স্বামী-স্ত্রী কেউই জীবনভর অসুখী থাকবে না। তালাক সম্বন্ধে যে সব নিয়ম-কানুন আছে; সেগুলিকে আমি সর্বোচ্চ বিবেচনাপ্রসূত মনে করি, তা সেগুলি তালাকপ্রাপ্ত নারী ও তার শিশুদের সম্পর্কে হোক অথবা অন্য বিষয়েই হোক। এগুলি এখানে আলোচনা করতে গেলে, আরো দূরে যেতে হবে। আবু দাউদের বর্ণনামতে, নবীজী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর কাছে নিয়মসম্মত অথচ সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ হচ্ছে তালাক।" আমি মনে করি, এ বর্ণনাই মুসলিম পরিবারের ক্ষেত্রবিশেষে অথচ কদাচ কার্যকর তালাকের জন্য দায়ী।

২ (ঘ) নারীর মর্যাদা

চতুর্থত: ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। কোরআনে আমরা পড়ি, "নারীর একই ধরনের অধিকার (স্বামী সম্পর্কিত বিষয়ে) আছে- যেমন শিষ্টতা তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত, তবে পুরুষ নারী থেকে একধাপ উপরে।" (২:২২৮) যাঁরা ইসলামি বিধানসমূহের খুঁত খুঁজতে চান, এ ব্যবস্থাকে তাঁরা নারী মর্যাদার পরিপন্থী মনে করেন। কিন্তু আমি মনে করি, একজন নারী হিসেবে আমার সুখী হওয়ার সবকিছুই এ একটি বাক্যে নিহিত। আমি যেসব অধিকারের জন্য লালায়িত- শিক্ষার অধিকার, নিজ সম্পত্তির অধিকার, বাড়ির কর্তৃত্ব পরিচালনার অধিকার, এমনকি প্রয়োজনের তাগিদে চাকুরি করার অধিকার– এ কয়েকটি শুধু উল্লেখ করলাম, এ বাক্য আমাকে এ সব অধিকারই দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাকে আমার স্বামীর উপর নির্ভর করার অধিকার রয়েছে- তা আমার জীবনধারণ বিষয়েই হোক, অথবা পরিবারের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই হোক।

পরিবারের দেখাশুনা, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা ও স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারের সর্বোত্তম সমাধান দেওয়ার বিষয়টির দায়িত্ব স্বামীর উপরই বর্তায়। এটা কি নারীর স্বভাবসিদ্ধ নয় যে, তিনি এমন একজন শক্তিধর, সুবিচারক, জ্ঞানী ও বিবেচক স্বামী চান, যিনি এ সব সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? আমার মতে, এটিই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ পারিবারিক জীবন। এ ধরনের পরিবেশে স্বামী-স্ত্রী– উভয়েই যৌনতৃপ্তি ও বিবাহ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করেন। আর এসব বিষয়ের মধ্যে শিশুসন্তানদের লালন-পালনই প্রাধান্য পায়।

www.pathagar.com

পরিবার ও চরিত্র গঠন

তৃতীয়তঃ, অর্থাৎ প্রেম, দয়া ও করুণা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর ব্যাপারে আমার বক্তব্য কোরআনের মাধ্যমেই উপস্থাপন করব :

"(আল্লাহ বলছেন): মানুষকে আমরা তার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে নির্দেশ দিয়েছি। তার মা বমনোদ্বেগ কষ্টসহ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন ও বেদনার মধ্যে তাকে প্রসব করেন। ত্রিশ মাস ধরে তাকে দুগ্ধ পান করান, যখন সন্তান পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত অর্থাৎ চল্লিশ বছরে পদার্পণ করে, সে প্রার্থনা করে : হে আমার প্রভু! আপনি যে অনুগ্রহ আমার প্রতি এবং আমার পিতামাতার প্রতি দান করেছেন– সেজন্য আপনি আমাকে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ করে দিন। সামর্থ্য দিন যেন সম্মানের সাথে আমি কর্তব্য পালন করি; আর আপনি যেন তা অনুমোদন করেন। আমাকে দয়া করুন এবং আমার সন্তানদের ব্যাপারেও, আপনি আমাকে দয়া করুন। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পন করছি এবং আমি মুসলমানদের একজন।" (৪৬:১৫)

কোরআনে আরো বলা হয়েছে :

"আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। তোমরা মাতাপিতার প্রতি সদয় হও। যখন তাঁদের একজন অথবা উভয়েই বৃদ্ধ বয়সে তোমার সঙ্গে থাকেন, তখন কখনই বলো না- ধিক।" অথবা তাদের গালমন্দ করো না। তাঁদের সঙ্গে উদারতার স্বরে কথা বল। তাঁদেরকে যত্নের সঙ্গে দেখাশুনা কর এবং প্রার্থনা কর, "হে আমার প্রভু! তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেমন শিশু অবস্থায় তাঁরা আমার যত্ন করেছেন।" (১৭:২৩-২৪)।

আমরা যখন অসহায় থাকি, তখন তাঁরা স্নেহের পক্ষপুটে আমাদের জড়িয়ে ধরেন। কত মমতাময় সেই পারস্পরিক হৃদয়ানুভূতি! পরবর্তী সময়ে, আমাদের সন্তানদের প্রতি ও আমাদের বৃদ্ধের প্রতি আমাদের রক্ষাকারী স্নেহার্দ্র দৃষ্টি কত প্রয়োজনীয়! আমরা যদি সৎ ও ধৈর্যশীল হই, পরিবারের সদস্যদের প্রতি ব্যবহারে আমরা যদি সহমর্মিতা ও উৎসাহ দেখতে পারি, যাতে এ ধরনের গুণে তারাও গুণান্বিত হয়, তা হলে মানব সমাজে এ মূল্যবোধগুলি আমরা ছড়িয়ে দিতে অবশ্যই সক্ষম হব। একজন কোমল স্বভাব ও সুবিবেচক পরিবার প্রধান, পরিবারের বাইরে সকলের প্রতিও সৎ হবেন। অন্যদিকে: যে সব অনাচার তাঁর পরিবার পরিজনদের ক্ষতি করতে বা মূল্যবোধসমূহ ধ্বংস করতে আগ্রাসী; তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি দৃঢ় ও আপোষহীন হবেন।

www.pathagar.com

আশ্রয় হিসাবে পরিবার

চতুর্থস্তম্ভ হিসাবে পরিবার আমাদের যুক্তিকে শেষ পর্যায়ে আনে। ভিতরের ও বাইরের সমস্যাসমূহ থেকে এক নিরাপদ আশ্রয় দান করে। যখন মানুষ একে অন্যকে অবিশ্বাস করছে, যখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের কথাই আগে ভাবছে এবং অন্যের দুঃখকষ্টে দুঃখ পাওয়াকে অপরাধ মনে করছে- এমন অবস্থায় তাঁরাই ভাগ্যবান যাঁরা অনুভব করেন যে, পরিবারের মত অন্তত একটি জায়গা আছে যেখানে তাঁরা আশ্রয় পেতে পারেন। এখানে আমরা ভাল উপদেশ, এক টুকরা রুটি, একটি সহায়ক হাত অথবা ঘুমানোর জন্য বিছানা পেতে পারি। বাইরের পৃথিবীর হাত থেকে আমরা এখানে আত্মরক্ষা করতে পারি। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। আমাদের অকল্যাণ চান না। আমাদের গুণাবলীর বিকাশ সাধনে এগুলি আমাদের কতই না সাহায্য করে! এভাবে পরিবার একটি বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যেখানে অভাবীর অভাব মেটে এবং সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গও এগিয়ে আসেন। অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এত সফলভাবে এসব দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়নি।

ইসলামি পরিবারের যত্নে লালিত উষ্ণতার সঙ্গে যাদের যত বেশি পরিচয় হয়েছে, তাঁদের কাছে কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা বা সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক সাফল্যসমূহকে- তত বেশি হৃদয়বিদারক মনে হবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আলোচনা

দু'টি বক্তৃতার পর অলোচনা শুরু হয়। প্রথম বক্তৃতাকে ভিত্তি করেই আলোচনা চলতে থাকে। এ আলোচনার সামান্য রদবদল করে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বহুবিবাহ

প্রশ্ন: বহুবিবাহ সম্পর্কে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। পুরুষের বহুবিবাহ সম্পর্কে আপনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা মেনে নিলে একজন নারীর বহু স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে সে সুবিধা দেওয়া হবে কি? যদি কোন নারীর অসুস্থতার এবং যৌনশক্তিহীনতার কারণে তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন, তাহলে একই নিয়ম পুরুষের প্রতিও প্রযোজ্য হবে না কেন? যদি স্বামী শক্তিহীন হন, তাহলে তাঁর স্ত্রী কি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবেন?

আইশা লেমু: আমি যে উদাহরণগুলি দিয়েছি, সেগুলি এমন মানবিক অবস্থার, যেখানে কোন আসল সমস্যা ছিল। আমি আরো উল্লেখ করেছি যে, পাশ্চাত্যবিশ্বে এ ক্ষেত্রে বিকল্পসমূহ সীমিত। অর্থাৎ একজন স্বামী এটা মেনে নেবেন, না হয় তালাক দেবেন। তিনি আর একজন স্ত্রীর অর্থাৎ বিকল্পের কথা চিন্তা করতে পারেন না। একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামীর ব্যাপারে অনেক সমস্যা আছে। একটি হলো উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। একজন স্ত্রীর যদি একাধিক স্বামী থাকে, তাহলে পিতৃত্বের কোন নিশ্চয়তা নেই। আমার মনে হয় স্বামীদের পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্ত বিরক্তিকর হবে। কোন্ শিশুটি তাঁর? এ শিশুটি আর একজন স্বামীর? আর একটি সমস্যা হলো: একজন স্ত্রীর পক্ষে একজন স্বামীর দেখাশুনা করাই তো যথেষ্ট আয়াসসাধ্য (হাসি ও করতালি); একাধিক স্বামীর কথা নাইবা বললাম। আমি যতদূর জানি, ইসলামি আইনে এরকম কোন ব্যবস্থা নেই। তবে আলোচনার স্বার্থে এখানে সমাগত মনীষীগণ তাঁদের অতিরিক্ত কোন বক্তব্য থাকলে এ ক্ষেত্রে পেশ করতে পারেন।

খুরশীদ আহমাদ: আইশা আপার বক্তব্যের সাথে আমি দু'একটি কথা যুক্ত করতে চাই। প্রথমত: ইসলামি বিধানটি আমাদের বুঝতে হবে। ইসলাম কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবিবাহ অর্থাৎ একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রীর অনুমোদন করেন; কিন্তু

www.pathagar.com

কোন ক্ষেত্রেই একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামীর অনুমোদন করে না। এ হলো আইনগত বিধান। কিন্তু কেন এমন বিধান দেওয়া হলো? আইশা আপা দু'টি বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামীর ব্যাপারে তিনি সমুচিত জবাব দিয়েছেন। সন্তানদের পিতৃত্ব নির্ণয়ে অসুবিধাসমূহের তিনি উল্লেখ করেছেন এবং দ্বিতীয়ত: উত্তরাধিকার সমস্যার কথাও বলেছেন। আরো দু'একটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথম, সমাজতত্ত্বের বিচারে, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে পরিবারের মত প্রতিষ্ঠানটি বহুবিবাহের ব্যাপারে কার্যকরভাবে চলতে পারে। কিন্তু বহুপতিত্ব (একই সময়ে বহুপতি গ্রহণ) মেনে নিলে পরিবার টিকতে পারে না। তর্কের খাতিরে বলা যায়, মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বহুপতিত্ব সম্ভব। কিন্তু এর অর্থ সামগ্রিক সমাজ সংগঠন ব্যবস্থার পরিবর্তন।

দ্বিতীয়, যৌন সমাজতত্ত্বমতে, একজন লোকের পক্ষে তাঁর একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা ও তাদের গর্ভবতী করা সম্ভব। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে মাত্র একজন স্বামীর দ্বারাই গর্ভবতী হওয়া সম্ভব। একথাও মনে রাখা দরকার, কোন মহিলা গর্ভবতী হলে তাঁর সাথে কোন কোন সময় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। বস্তুত: কোন কোন যৌনবিজ্ঞানী স্বামীর বহুবিবাহের স্বপক্ষে এ যুক্তি দেখিয়েছেন; যেহেতু এ সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন সম্ভব নয়, বাধ্যতামূলক একবিবাহ অস্বাভাবিক। (দেখুন Ludovici, Anthony M. *Woman: A Vindication Constable;* London;and Mac Farlane, J.E. Clare, *The Case for Polygamy*)। যদি যথাযথভাবে বিবাহিতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিধান না থাকে, তাহলে অবৈধ যৌন মিলনের আশঙ্কা থেকেই যায়। যদি এক স্বামী ও বহুস্ত্রীর বেলায়ই এ বাস্তবতা দেখা যায়, তাহলে অনেক স্বামী ও তাদের স্ত্রীদের দশা কেমনতর হবে?

তৃতীয়, এমনকি দেহজ-যৌন মতেও এ ব্যবস্থা সমস্যাজড়িত ধরনের হবে। এর অনেক বৈশিষ্ট্যের একটির কথা বলতে পারি। যৌন ব্যাধিসমূহের উৎপত্তি ও বিস্তারে লক্ষণীয় হলো: এগুলি ছড়ায় এমন অবস্থায়, যেখানে কোন নারীর সঙ্গে একাধিক পুরুষের যৌনসংযোগ হয়। যতক্ষণ এক পুরুষ এক নারী সম্পর্ক বজায় থাকে, যৌনব্যাধির উৎপত্তি হতে পারে না।

মনে করুন, কোন লোক একাধিক নারীর সাথে যৌনসংযোগ করেন এবং ঐ নারী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে মিলিত না হন, যৌন ব্যাধি এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। কিন্তু যদি

www.pathagar.com

কোন নারী একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হন, সেক্ষেত্রে যৌনব্যাধির সম্ভাবনা থেকেই যায়।[১] এটাই স্বাভাবিক। একে অমান্য করলে সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাই নষ্ট হয়ে যাবে। এ জীবন ব্যবস্থায় বহুবিবাহের স্থান আছে; কিন্তু বহুপতিত্বের কোন স্থান নেই। ইসলাম বহুপতিত্ব নিষিদ্ধ করেছে। পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে নয়; বরং নারী পুরুষের উভয়ের এবং সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণেই তা করেছে।

উত্তরাধিকার

প্রশ্ন: আমি আশা করি আপনি শুনছেন। এটি একটি ব্যক্তিগত সমস্যা। আমার দু'টি মেয়ে আছে। আমার মৃত্যুর পরে এবং (যেহেতু আমার কোন পুত্রসন্তান নেই, এতে আমার কোনো দোষও নেই) আমার স্বামী, আমার দুই মেয়ের এবং আমার মাতাপিতার অবর্তমানে আমার ভাইবোনদের মধ্যে আমার সম্পত্তি বণ্টিত হবে। ধরুন, যদি আমার কোন পুত্র সন্তান থাকত, অথবা আমার এক মেয়ে ও এক ছেলে থাকত, তা হলে আমার ভাইবোন আমার সম্পত্তির অংশ পেতেন না। আমি মনে করি, এ ব্যবস্থা আমার মেয়ে সন্তানদের জন্য একটি শাস্তিস্বরূপ। কিন্তু কেন এ শাস্তি?

---

১. উদাহরণস্বরূপ, আমরা ধরে নেই ক, খ, গ... জ সেটটি পুরুষের আর য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ সেটটি নারীদের ঃ

সেট- ১	
ক বিয়ে করেছেন য কে	
খ বিয়ে করেছেন র কে	যৌন
গ বিয়ে করেছেন ল কে	ব্যাধি
ঘ বিয়ে করেছেন ব কে	হতে
ঙ বিয়ে করেছেন শ কে	পারে
চ বিয়ে করেছেন ষ কে	না
ছ বিয়ে করেছেন স কে	
জ বিয়ে করেছেন হ কে	

সেট- ২	
ক বিয়ে করেছেন য কে	যৌন
ক বিয়ে করেছেন র কে	ব্যাধি
খ বিয়ে করেছেন ল কে	হতে
খ বিয়ে করেছেন ব কে	পারে
খ বিয়ে করেছেন শ কে	না
গ বিয়ে করেছেন ষ কে	
গ বিয়ে করেছেন স কে	
গ বিয়ে করেছেন হ কে	

সেট- ৩	
ক বিয়ে করেছেন য কে	যৌন
খ বিয়ে করেছেন য কে	ব্যাধি
গ বিয়ে করেছেন র কে	হতে
ঘ বিয়ে করেছেন র কে	পারে
ঙ বিয়ে করেছেন র কে	না
চ বিয়ে করেছেন ল কে	
ছ বিয়ে করেছেন ল কে	
জ বিয়ে করেছেন ল কে	

www.pathagar.com

আইশা লেমু: আমার মনে হয়, এটি এমন একটি বিষয়, যেমন আমি আগেই বলেছি- ইসলামকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কোন আইনের অংশবিশেষকে অন্যান্য বিধান থেকে আলাদা করে দেখা উচিত হবে না। যেমন বলেছি, ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজে নারীর দায়িত্ব পুরুষকেই নিতে হয়। তা তিনি স্ত্রী, কন্যা, মা, অথবা কোন মহিলা আত্মীয় যার কোন আশ্রয় নেই– এ ধরনের নারীর দায়িত্ব পুরুষের উপরই বর্তায়। যে পুরুষ যত বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁর দায়িত্ব তত বেশি। একারণেই আমার মনে হয়, উত্তরাধিকারের অধিকাংশ পুরুষেরই পাওয়া উচিত; যেহেতু পুরুষরাই নারীদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। একে যদি আলাদা করে দেখা হয় এবং নারীদের দেখাশোনার দায়িত্ব নারীদেরই করতে হয় এবং শুধু নিজেদের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে সে ব্যবস্থাকে অন্যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামি আইনে, যেখানে নারীর দায়িত্ব পুরুষের, আমার বিবেচনায় এটি অন্যায় নয়। আইন বিশেষজ্ঞগণ এ সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত যুক্ত করতে পারেন।

খুরশীদ আহমাদ: এ পর্যায়ে আবারো কি আমি বলতে পারি? প্রশ্নটি ইসলামের একটি বিশেষ দিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন নিজেই অতি সুষম এবং এর বিভিন্ন বিধান পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। এজন্য একে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আপনার উদাহরণটি বিবেচনা করা যাক... আপনি ঠিকই বলেছেন, আইনের দৃষ্টিতে আপনার উল্লেখিত আলোচ্যক্ষেত্রে আপনার ভাইবোন আপনার মৃত্যুর পরে আপনার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশ পাবেন। আইন সাধারণ নিয়মের কথাই বলে, দূরবর্তী সম্ভাবনার কথা নয়। কিন্তু এ ধরনের অসাধারণ ক্ষেত্রেও ইসলামি বিধান রয়েছে। আপনার বর্ণিত উদাহরণে মেয়েরা রাস্তায় পড়বে না। পরিবার তাদের দেখাশুনা করবে এবং পরিবার অর্থ শুধু বাপ মা-ই নয়। পরিবার মানে অনেক বড় সম্পর্ক। আপনার ভাইবোন, আপনার পিতামাতা– সবাই পরিবারের অংশ। পরিবারের কারো অনুপস্থিতিতে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের দেখাশুনা করা হয়। ইসলামের অভিভাবক নীতিটি ভুললে চলবে না। আপনার উদাহরণটিই নিই। আপনার অবর্তমানে পরিবারের কেউ আপনার মেয়েদের অভিভাবক হবেন। তাঁরা হয়ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই কেউ। একারণেই উত্তরাধিকারের অংশ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাও পান। এ পরিস্থিতিতে তাঁদের একটি ভূমিকা থাকে, যাতে পরিবারটি অটুট থাকে এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যা তাঁর দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকে। আপনার ভাইবোন এবং বাপ-মা বেঁচে থাকলে, তাঁরা যে

www.pathagar.com

অংশ পান; তা তাঁরা নিজেদের স্বার্থে ব্যয় করেন না, সকল সদস্যের জন্যই তা ব্যয় করেন- এর নামই পরিবার।

ইসলামি আইন গুরুত্ব দেয়, যাতে এ মুরুব্বিগণ আপনার সন্তানদের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্যভাবে দেখাশুনা করেন। এ সন্তানগণই তাঁদের রক্তের রক্ত, অস্থির অস্থি। নৈতিক ও আইনগতভাবে তাঁরা এদের যত্ন নেন। এ কারণেই উত্তরাধিকারে তাঁদের অংশ থাকে। সর্বোপরি, ইসলাম শুধু আইনের সমষ্টিই নয়, নৈতিক নীতিমালাও বটে। এটি একটি সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক অবলম্বন ও অভিভাবকত্ব। যে অবস্থাই হোক, পরিবার এ দায়িত্ব পালন করে আসছে।

মুখমণ্ডল আবৃতকরণ

প্রশ্ন: কোরআন অনুযায়ী পুরুষ ও নারী উভয়কেই তাদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখতে হবে- যখনই তাঁরা বাইরে যান। নারীকে যদি আপাদমস্তকই আবৃত রাখতে হয়, তাহলে পুরুষের জন্যে দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখার কোন প্রয়োজন নেই। এর তাৎপর্য হতে পারে: নারীগণ তাঁদের মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখবেন এবং তার জন্যেই পুরুষদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখতে হবে আর চক্ষু দিয়ে নারীদের অনুসরণ করতে পারবে না। যদি কোরআন নারী ও পুরুষ– দু'জনকেই পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার সময়ে দু'জনের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী করতে বলে তার অর্থ হবে এ যে, নারীর মুখমণ্ডল আবৃত নয়- তা না হলে (পুরুষের) দৃষ্টিকে নীচের দিকে সরিয়ে রাখার কি আছে? অধিকন্তু আমি বলতে পারি, হজ্জ উদযাপনের সময় একজন নারীকে নির্দিষ্ট করেই নিষেধ করা হয়েছে, তার মুখমণ্ডলকে আবরণ দিয়ে আবৃত করতে।

আইশা লেম্: আমাদের বোনটি যে কথাটি উত্থাপন করলেন, আমি তার প্রতি সাদর অভিবাদন জানাই। আমি মনে করি, আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন আমার এ ব্যাপারে অভিমত কি। দু'টি উত্থাপিত ব্যাপারেই আমি সমমনা। আর আমার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি, এ ব্যাপারে অন্য একটি অভিমতও রয়েছে, কোন কোন লোকেরা সে অভিমত পোষণ করে থাকেন। আর তারা মনে করেন, সে অভিমত পোষণ করার পশ্চাতে তাদের যুক্তি-ভিত্তি রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি চান, সে ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তি করতে পারেন।

খুরশীদ আহমাদ: রেকর্ডটিকে এ ব্যাপারে সরল ও স্পষ্ট করার জন্য, আমি ভিন্ন অভিমতটিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে চাই। ধর্তব্য ধরনের একটি মতকে

www.pathagar.com

এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি কোরআন পুরুষ ও নারীদেরকে নিজেদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী করে রাখতে এবং পরস্পরের দিকে চোখে চোখে না তাকাতে নির্দেশ করে থাকে, তার অর্থ হবে নারীর মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখতেই হবে– এমনি তাৎপর্য ধারণ করা (আসলে) কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু এমনি প্রয়াস আমাদেরকে সার্থকতার দিকে তেমন বেশি দূরে অগ্রসর করাতে পারেনা। যদি কোরআন বলে যে, যদি তুমি মদ্যপানের প্রভাবে মাতাল হও; তখন তুমি 'সালাত' (নামায) অনুষ্ঠানে যেতে অনুমতি পাবে না; এর অর্থ এ নয়, তুমি যখন অনুষ্ঠানে লিপ্ত নও; তখন মদ্যপান করে মাতাল হতে পার। তোমরা (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী) একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পার, অনেক রকমভাবে– দৃষ্টিপাত করতে পার কামাতুর চোখে, নারীর দেহটি যদি আবৃতও থাকে। দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখার কথাটা একটি দৃষ্টিভঙ্গির কথামাত্র। কথাটিতে শুধু একটি ক্রিয়া বুঝায় না। প্রকৃতপক্ষে, কথাটা নির্দিষ্টভাবে চক্ষু দিয়ে অন্যজনের মুখটি দেখার ব্যাপার নয়, বরং অপর পক্ষের (নারীর অথবা পুরুষের) সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে দেখার সঙ্গে সম্পর্কিত। তা ছাড়া, মুখমণ্ডল আবৃত রাখার যুক্তিটি কোরআনের সূত্র থেকে কতকগুলি হাদিসে বিশ্লেষণ করা নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এটা ইসলামের একটি নীতি যে, কোরআনের শিক্ষাকে বুঝতে হবে রসূলুল্লাহর (সা.) কথার আলোকে। এ দু'টি সূত্র একত্রিতভাবেই দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করে যে নীতিটি তা হলো: নারীদের বাইরে যাওয়ার সময়ে তাদের দেহকে যথাযথভাবে আবৃত করে রাখতে হবে এবং এখানে দেহ বলতে মুখমণ্ডল অন্তর্ভুক্ত। দেহের যে অংশগুলি হাঁটবার সময়ে অনাবৃত রাখতে হয়, সেগুলি শুধু তেমনি থাকবে।

আমাদের অবশ্যই মানতে হবে যে, এ নীতির প্রশ্নটিতে দু'টি অভিমত আছে এবং দু'টি অভিমতই মূল সূত্রগুলির ভাষ্যের উপর সতর্ক গভীর চিন্তা প্রয়োগ থেকেই উদ্ভূত। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনতা রয়েছে, এ দু'টি অভিমতের যে কোনটিকে যুক্তির মাত্রার উপলব্ধি দিয়ে গ্রহণ করার। কিন্তু তবু এমনি অন্য অভিমতটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন সঙ্গত। 'হজ্জ্ব' পালনের সময়কার অভিমতটি কিন্তু প্রাসঙ্গিক নয়। 'হজ্জ্ব' সম্পর্কে নির্দেশমালা একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পড়ে। সে নির্দেশমালা থেকে সাধারণীকরণ করে নিয়ে সাধারণ জীবন যাপনের সময়ে এর প্রয়োগ ঠিক হবে না। 'ইহ্‌রাম' ব্যাপারে পুরুষেরা মাথা আবৃত করতে পারবেনা, অথবা মুজদালিফাতে অকুফের সময়ে মাগরেব নামাজ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পড়া হয় না, বরং ঈশা'র সঙ্গে যুক্তভাবে সম্পন্ন করা হয়। এ সবই বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিশিষ্ট নীতি। এ সকল নীতিকে সাধারণীকরণ করা হবে ভুল।

www.pathagar.com

পোশাক

শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্য থেকে একজন নারীর মন্তব্য:

আমি পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মিসেস লেমু সে বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। প্রথম কথা, অগ্রাধিকার নিয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। ইসলাম জীবনের প্রতি আমাদের ধারণাটিকে পরিবর্তন করতে চায়। পুরুষদের প্রথমে এবং নারীদের তারপরে চক্ষু দিয়ে নিম্নমুখী দৃষ্টিপাত করার কথা বলা হয়েছে, তা ইচ্ছাপ্রসূত আকস্মিক নয়। আল কোরআন ও সুন্নাহ পোশাক-পরিচ্ছদ নীতি সম্পর্কে নীরব নয়। বিস্তারিত নির্দেশমালা রয়েছে, পুরুষদের কিভাবে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করা সঙ্গত হবে এবং বিস্তারিত নির্দেশমালা নারীদের জন্যও রয়েছে, তাদেরকে কিভাবে আচ্ছাদিত করতে হবে। নারীরা তাদের মুখমণ্ডল আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখবেন কিনা– তা হলো সার্বিক ব্যাপারটির মধ্যে এক ছোট অংশ মাত্র।

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা একটা কঠিন সমস্যার মধ্যে অবস্থান নিয়ে কাল কাটাচ্ছি। সমস্যাটি হয়েছে এজন্যে যে, সার্বিক ব্যবস্থাটি অনুসরণ করা হচ্ছে না। কোথাও কিছু কিছু পুরুষ মানুষ পোশাক সম্পর্কিত ইসলামি রীতিনীতি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলেছেন এবং তবুও তারা আশা করেন যে, তাদের নারী সম্প্রদায় নিজদের (মুখমণ্ডল) আবৃত রাখুন। পুরুষদের কোন দলিলভিত্তিক কর্তৃত্ব নেই যে, তাদের দাঁড়ি না থাকুক। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু কিছু পুরুষ এ সকল নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান না। ইসলামি নির্দেশমালা রয়েছে উভয় শ্রেণীর জন্যে। আমি মনে করি, উভয় শ্রেণীকেই সততার সঙ্গে অন্তরের মধ্যে সন্ধান করে দেখতে হবে, নির্দেশমালা অনুসরণের ব্যাপারে তারা কতখানি পালন করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

BIIT AT A GLANCE

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) was founded in 1989 as a non-government research organization to conduct research and in-depth studies, among others, to identify the islamic perspective of different disciplines specially in higher education and to popularize the 'islamization of knowledge' program among students, teachers and researchers in Bangladesh In order to achieve its objectives, the organization undertakes the following activities:

- **Research**: In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT sponsors research programs under the supervision of senior faculties of public and private universities.
- **Translation**: In order to publicize the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT takes initiative to translate the major books of prominent scholars written in Arabic and English into Bangla.
- **Publication**: BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service**: BIIT maintains a library which has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are issued to professionals, university teachers, students and researchers on request.
- **Supply of Materials**: One of the major programs of BIIT is to collect and supply study materials on national, international and ummatic issues.
- **Series of Seminars & Lectures**: BIIT organizes seminars, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings on contemporary issues related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program**: To exchange information, ideas and views, BIIT organizes partnership programs with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications**: In order to disseminate knowledge, BIIT distributes the publications of IIIT and BIIT to concerned organizations and individuals.
- **Training Program**: BIIT conducts different types of training programs on various topics such as research methodology, English and Arabic language courses etc to improve the skills and efficiency of human resources.
- **Dialogue & Roundtable Discussion**: Dialogues on national and international issues particularly inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT.

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

বি. আইশা লেমু ও ফাতেমা হীরেন দু'জনেই নও মুসলিম। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী এ দু'জন বিদগ্ধ নারীর একজন ইংরেজ ও এবং অপরজন জার্মান বংশোদ্ভূত। ইসলাম সম্পর্কে তারা গভীর জ্ঞান রাখেন। ১৯৭৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সে তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন 'Woman in Islam' বইটি তারই সংকলন।

অনুবাদক পরিচিতি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ১৯৩৫ সালে সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে বি এ অনার্স ও ১৯৫৭ সালে এম এ পাশ করেন। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এনজেলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বি এ এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি প্রথমে চাঁদপুর কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ইংরেজি ও বাংলায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসন চর্চা' (২০০২) ও 'Bangladesh Public Administration and Society' (১৯৭৯), 'লোক প্রশাসনের সমাজতত্ত্ব: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ISBN : 984-8203-02-8

www.pathagar.com